NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

আজ
কোজাগরী
লক্ষ্মীপুজো

৪ কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো নিয়ে সিদ্ধার্থ সিংহের বিশেষ নিবন্ধ

জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনের পাশে নাগরিক সমাজ ৫

কলকাতা ১৬ অক্টোবর ২০২৪ ২৮ আশ্বিন ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ১২৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.10.2024, Vol.18, Issue No. 124 8 Pages, Price 3.00

উৎসবের উদযাপন বনাম প্রতিবাদের উদযাপন

রেড রোডে আলো ঝলমল বর্ণময় দুর্গাপুজো কার্নিভাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদিকে রেড রোডে বর্ণময় দুর্গাপুজো কার্নিভাল। বহু মানুষের সমাবেশে নাচে-গানে মুখরিত আনন্দ উৎসব। আর সেখান থেকে ঢিল ছড়া দূরত্বে চললো আরেক উদযাপন। সেই উদযাপন প্রতিবাদের। আরজি করের নির্যাতিতার ন্যায় বিচারের দাবিতে ডাক্তারদের দ্রোহের কার্নিভালকে ঘিরে অন্যরকম উন্মাদনার ছবি দেখলেন রাজ্যবাসী। উৎসবের শেষ লগ্নে মঙ্গলবার এইরকম দুই বিপরীতমুখী বিরল ছবির স্বাক্ষী থাকল কলকাতা মহানগরী।

কলকাতার দুর্গাপুজোর সর্বশেষ আকর্ষণ এই পুজো কার্নিভাল। মুখ্যমন্ত্রী- সহ বিশিষ্ট জনদের উপস্থিতিতে শহরের নামি পুজোর প্রতিমা নিয়ে বর্ণময় শোভাযাত্রা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে বহু মানুষ দুপুর থেকেই ভিড় করেন রেড রোড চত্বরে। কখনো ডাণ্ডিয়া নাচের তালে পা মেলাতে কখনো বা চামর হাতে আরতি করতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। আবার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মসূচিতে নাচে গানে প্রতিবাদে শামিল হন আট থেকে আশি নানা বয়সের মানুষ। কেউ জ্বালিয়েছেন মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইট। কেউ আবার ওড়াচ্ছেন কালো বেলুন। বিচার চেয়ে মুহুর্মুহু স্লোগানে মুখরিত হয় সন্ধ্যার ধর্মতলা।

আন্দোলনরত ডাক্তারদের ডাকা দ্রোহ কার্নিভালকে কেন্দ্র করে ধর্মতলা চত্বরে চাপা উত্তেজনা ছিল সকাল থেকেই। বিদ্রোহের বাতাস যাতে রেড রোডের উৎসবে ঢুকে পড়তে না পারে সেজন্য আগাগোড়া সতর্ক ছিল পুলিশ। ওই কর্মসূচি আটকানোর চেষ্টাও করা হয়েছিল ১৬৩ ধারা জারি করে। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে যথাস্থানেই কর্মসূচি পালন করেন ডাক্তাররা। এদিকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর এই দুই কর্মসূচিকে ঘিরে টানটান ছিল পুলিশ প্রশাসন। ধর্মতলা থেকে বাবুঘাট বিরাট চত্বরকে কার্যত নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়। মোতায়েন করা হয় বিপুল পুলিশ বাহিনী। তবুও অশান্তি পুরোপুরি আটকানো যায়নি।

ওয়াই চ্যানেলে যে সময়ে মানববন্ধন কর্মসূচি হচ্ছিল সেই সময়ই শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিমার গাড়ি ঢুকে পড়ে সেখানে। তার পিছনেই ছিল রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসুর গাড়ি। তাঁর অভিযোগ, আন্দোলনকারীরা গাড়িতে চড়-থাপ্পর মেরেছেন, এমনকী বোতল পর্যন্ত ছোড়া হয়েছে গাড়িতে। স্থানীয় সূত্রে খবর, কয়েকশো মানুষ তাঁর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তবে মন্ত্রী গাড়ি থামাননি। সংবাদমাধ্যমে সুজিত জানিয়েছেন, উত্তেজনা বাড়াতে চাননি বলেই তিনি কোনও পদক্ষেপ নেননি।

প্রতিবাদের উৎসবের কালো রং আনন্দ উৎসবের রোশনাইতে ছাপিয়ে গিয়েছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। তবে তাকে যে খানিকটা ফিকে করে দিয়েছে তা নিয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।

দ্রোহের কার্নিভালে জনজোয়ার, তপ্ত স্লোগানে উত্তপ্ত রাজপথ

ডিসি সেন্ট্রালকে ঘিরে ‘গো ব্যাক’ স্লোগান

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার অনন্য দৃশ্যের সাক্ষী থাকল শহর কলকাতা। জোড়া কার্নিভাল। একটি রেড রোডে পুজোর কার্নিভাল। অন্যটি সেখান থেকে অনতিদূরে ‘দ্রোহের কার্নিভাল’। রানি রাসমণি রোডে বিকাল সাড়ে চারটে থেকে এই প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দেয় ‘জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস’। পুজোর কার্নিভালের মাঝেই ধর্মতলায় প্রতিবাদের কার্নিভালে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে মানুষের ভিড়। যেদিকে চোখ যায় জনস্রোত দেখতে পাওয়া যায়। দলে দলে মানুষ যোগ দেন মানববন্ধনে। প্রায় সকলেরই হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড। মুখে একটাই স্লোগান, ‘জাস্টিস ফর আরজি কর’। সময়ের সঙ্গে ক্রমশই যেন শক্তি বাড়তে থাকে ধর্মতলায় জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের।

এই প্রতিবাদের ধ্বনিতেই মঙ্গলবার সন্ধেয় ফের কেঁপে উঠল রাজপথ। দ্রোহের কার্নিভালে মঙ্গলবার সন্ধ্যা হতে না হতেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে গোটা ধর্মতলা চত্বর। তা সামাল দিতে ধর্মতলায় যান ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়। এরপরই তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভও দেখাতে থাকেন প্রতিবাদীরা। তাঁকে দেখে ‘হায় হায়, গো ব্যাক’ স্লোগান দিতে দিতে ফেটে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। সূত্রের খবর, শুরুতেই যে এলাকায় মানববন্ধন গড়ে তোলা হয় সেখানে যান নিয়ন্ত্রণ করতে যান ইন্দিরা দেবী। তখনই তিনি বিক্ষোভের মুখে পড়েন। যদিও যে মুহূর্তে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয় তার কিছু সময়ের মধ্যেই এগিয়ে আসেন অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকেরা। ফলে সব মিলিয়ে তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। যদিও শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে হয় পুলিশকেই। তবে কিছু সময়ের মধ্যে ফের ওই এলাকায় ফিরে যান ডিসি সেন্ট্রাল।

প্রসঙ্গত, দ্রোহ কার্নিভালে যোগ দিতে আসা মানুষদের চাপে এদিন বিকাল থেকেই কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে যায় ড্রোরিনা ক্রসিং চত্বর। পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে ওই এলাকায় যান ডিসি সেন্ট্রাল। কথা বলেন জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে। রাস্তা থেকে যাতে অবরোধ সরানো যায় সে বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। জুনিয়র চিকিৎসকেরাও জনতার কাছে ওই এলাকা ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে থাকেন। কিন্তু ইন্দিরা দেবীকে দেখা মাত্রই ক্ষোভে ফেটে পড়ে জনতা।

অন্যদিকে, দ্রোহের কার্নিভালে অপর্ণা সেন। অনশন মঞ্চ থেকে স্লোগান দিলেন ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’! ছিলেন চৈতি ঘোষাল, উষসী চক্রবর্তীও। এর পাশাপাশি মঙ্গলবার তাঁদের অনশনমঞ্চে যোগ দিলেন আরও দুই জন। ফলে ধর্মতলার অনশনমঞ্চে অনশনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭। পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের এক জন জুনিয়র ডাক্তারও ‘আমরণ অনশন’ করছেন।

সুজিতের গাড়িতে হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্মতলায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সেই সময়ে চলছিল জুনিয়র ডাক্তারদের ডাকে মানববন্ধন। সুজিতকে গাড়িতে দেখেই ক্ষোভ উগরে দেয় মানববন্ধনে দাঁড়ানো জনতা। একসঙ্গে কয়েকশো লোককে ধেয়ে যেতে দেখা যায় গাড়ির দিকে। সুজিতের অভিযোগ, তাঁর গাড়িতে বোতলও ছোড়া হয়েছে। ওই ঘটনা নিয়ে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় ধর্মতলা মোড়ে। তবে সুজিতের গাড়ি থামেনি। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে গাড়ি নিয়ে সোজা এগিয়ে যেতে থাকেন তিনি। চলন্ত গাড়িরই পিছনের অংশে চড়-থাপ্পড় মারেন কেউ কেউ। এই ঘটনা নিয়ে সুজিত বলেন, ‘গণতান্ত্রিক ভাবে আন্দোলন করার অধিকার সকলের রয়েছে। কিন্তু এটা কী ধরনের অসভ্যতা! গাড়িতে আক্রমণ করবে?’ সুজিত আরও বলেন, ‘ওদের থেকে আমাদের পুজোর লোক অনেক বেশি ছিল। ওখানে যদি পাল্টা হত, তা হলে কি ভাল হত! আমি চাইনি পুজোর মধ্যে ঘটনাটা বাড়তে দিতে।’

আরজি কর-কাণ্ডের ষষ্ঠ শুনানি

সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়ে সুপ্রিম তোপের মুখে রাজ্য

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর: সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়ল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার আরজি কর মামলার শুনানিতে রাজ্যের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের প্রশ্ন, ‘কে সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়োগ করেন? কোন আইন বলে তাঁদের নিয়োগ করা হয়?’ পরবর্তী শুনানিতে এমনই ছ’দফা প্রশ্নের উত্তর হলফনামা আকারে জানাতে হবে রাজ্যকে। সেই সঙ্গে স্কুল এবং হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গার নিরাপত্তার দায়িত্বে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগে নিষেধাজ্ঞাও জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। পরবর্তী শুনানি দীপাবলির পর।

মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার ষষ্ঠ শুনানি ছিল। সেই শুনানিতে ছ’দফা প্রশ্নের মুখে পড়ে রাজ্য সরকার। শুনানিতে ‘জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টর্স ওয়েস্ট বেঙ্গল’-এর পক্ষে দাঁড়ানো আইনজীবী করুণা নন্দী আদালতে জানান, রাজ্য সরকারের ‘রাত্তিরের সাথী’ প্রকল্পে সিভিক ভলান্টিয়ারকে রাখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, আরজি করের মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় সিবিআইয়ের দেওয়া চার্জশিটে ‘মূল অভিযুক্ত’ হিসাবে এক জন সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম আছে। সেই কথা উল্লেখ করে করুণার প্রশ্ন, ‘কী ভাবে রাত্তিরের সাথী প্রকল্পে সিভিক ভলান্টিয়ারকে নিয়োগ করা হচ্ছে?’ সেই কথা বলতে গিয়ে তিনি টেনেছেন কলকাতা হাইকোর্টের একটি নির্দেশের কথা। করুণা বলেন, ‘কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়েছিল, হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে সিভিক ভলান্টিয়ারকে রাখা যাবে না।’ যা শুনে রাজ্যকে একাধিক প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করেন প্রধান বিচারপতি। তাঁর প্রশ্ন, ‘কী ভাবে সিভিক ভলান্টিয়ারের নিয়োগ হয়? কোন কোন যোগ্যতার নিরিখে নিয়োগ হয়? নিয়োগের আগে কী ভাবে তাঁদের দেওয়া তথ্য যাচাই করা হয়? কোন কোন প্রতিষ্ঠানে সিভিক ভলান্টিয়ার আছে? সিভিক ভলান্টিয়ারকে কী ভাবে বেতন দেওয়া হয়, কত বাজেট বরাদ্দ করা হয় তার জন্য?’

এ সব নিয়ে রাজ্যের কাছে হলফনামা চাইল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘পরের শুনানিতে হলফনামা দিয়ে বিস্তারিত ভাবে জানাতে হবে।’ শুধু তা-ই নয়, প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, ‘রাজ্যকে হলফনামায় নিশ্চিত করতে হবে স্কুল, হাসপাতালের মতো কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে সিভিক ভলান্টিয়ার রাখা যাবে না। এমনকি, কোনও থানা এবং তদন্তের সঙ্গে জড়িত কোথাও সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা হয়নি, তা নিশ্চিত করতে হবে রাজ্য সরকারকে।’

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারের শুনানিতে আরজি কর মামলার তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে ‘স্টেটাস রিপোর্ট’ জমা দেয় সিবিআই। সিবিআইয়ের দেওয়া রিপোর্টে চার্জশিটের কথাও উল্লেখ রয়েছে। এমনকি, চার্জশিটের কপিও জমা দেওয়া হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। আদালতে সিবিআই জানায়, ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার ছাড়া আর কেউ এই ধর্ষণ-খুন মামলায় জড়িত কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

কলকাতায় আসছেন শাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে ঘন ঘন বাংলায় এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বেনজির ফলাফলের দাবি করেছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সভা করে। কিন্তু নীলবাড়ি দখলের মতো সেই স্বপ্নও অধরা থেকে যাওয়ার পরে আর রাজ্যে আসেননি শাহ। এ বার আসছেন। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী ২৪ অক্টোবর তাঁর কলকাতা সফর। গোটা দেশে বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়ে গেলেও আরজি কর-কাণ্ডের জেরে তা থেকে কিছুটা ছাড় পেয়েছিলেন বাংলার নেতারা। এ বার শাহ সেই কর্মসূচি জোর কদমে চালু করার বার্তা দিতে আসছেন।

পুজো কার্নিভালে ‘প্রতীকী অনশনকারী’ ব্যাজ পরে আটক, পরে মুক্ত চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেড রোডের পুজো কার্নিভালে ‘প্রতীকী অনশনকারী’ লেখা ব্যাজ পরে কাজে যোগ দিয়েছিলেন এক চিকিৎসক। কলকাতা পুরসভার মেডিক্যাল টিমে কাজ করছিলেন তিনি। অভিযোগ, এই ব্যাজ পরার জন্য ওই চিকিৎসককে আটক করে পুলিশ। তপোব্রত রায় নামে ওই চিকিৎসককে ময়দান থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েক ঘণ্টা পর তাঁকে মুক্তি দেয় পুলিশ। মঙ্গলবার বিকেলে রেড রোডে চলছে দুর্গাপুজোর কার্নিভাল। কলকাতার বিখ্যাত পুজোগুলি শামিল হয়েছে সেখানে। কার্নিভালে কলকাতা পুরসভার মেডিক্যাল দলও ছিল।

মমতাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডাক্তারদের দশ দফা দাবি নিয়ে এবার বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশন ডেকে আলোচনা চাইলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার রেড রোডে যখন রাজ্য সরকারের উদ্যোগে দুর্গাপুজোর কার্নিভালের হচ্ছিল। ঠিক সেই সময়তেই কার্নিভাল বর্জনের ডাক দিয়ে কলেজ স্ট্রিট থেকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার পর্যন্ত মিছিলে হাঁটলেন তিনি। জাতীয় পতাকার সঙ্গে হাতে মশাল নিয়ে এই মিছিলে আরজি করের ঘটনায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন বিজেপি নেতা তাপস রায় থেকে শুরু করে অর্জুন সিংরা। মিছিল শেষে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে এ বিষয়ে আলোচনা চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডাকতে বললেন শুভেন্দুরা।

মিছিল শেষে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের অস্থায়ী মঞ্চ থেকে থেকে মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করেন এই বিজেপি নেতা। নিজের বক্তৃতা জুনিয়র ডাক্তারদের সমর্থন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষ অধিবেশন ডাকতে বলেন বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, ‘আমরা চাই জুনিয়র ডাক্তাররা যে সব দাবি করেছেন, তা রাজ্য সরকার পূরণ করুক। কারণ তাদের দাবিগুলি যুক্ত সঙ্গত।’ শুভেন্দু আরও বলেন, ‘আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলব, যে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডাকুন। তা নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হোক। আমরাও সেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করব।’ তাঁর দাবি, এ ক্ষেত্রে বিরোধীদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে না মমতার সরকার।

নভেম্বরেই মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডে ভোট

ফল প্রকাশ ২৩ নভেম্বর

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর: পুজো মিটতেই মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ড , দুই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের সূচি ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। ২৮৮ সদস্যের মহারাষ্ট্র বিধানসভার নির্বাচন হবে এক দফাতেই, ২০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে, ৮২ আসনের ঝাড়খণ্ড বিধানসভার ভোটগ্রহণ করা হবে দুই দফায় , ১৩ নভেম্বর এবং ২০ নভেম্বর। ২৩ নভেম্বর, দুই রাজ্যের ভোটের ফলই একসঙ্গে ঘোষণা করা হবে। মহারাষ্ট্রে একনাথ শিন্ডের শিবসেনা এবং অজিত পাওয়ারের এনসিপির সঙ্গে জোট বেঁধে ক্ষমতায় ফিরতে চায় বিজেপি। তবে, লোকসভা নির্বাচনের ফল তাদের পক্ষে ছিল না। ঝাড়খণ্ডেও কংগ্রেস ও ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার জোট সরকারকে জোর ধাক্কা দিতে চাইছে গেরুয়া শিবির। প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার বলেন, ‘মহারাষ্ট্রে ১,৮৬,০০০টি ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ঝাড়খণ্ডে ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হবে ২৯,০০০টিরও বেশি। মহারাষ্ট্রে বৈধ ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৯ কোটি ৬০ লক্ষ। আর ২ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষ ঝাড়খণ্ডে ভোট দিতে যাবেন।’ প্রধান নির্বাচন কমিশনার আরও বলেছেন, ‘৮৫ বছরের উপরে যাদের বয়স, সেই প্রত্যেক প্রবীণ নাগরিকরা বাড়ি থেকেই ভোট দিতে পারবেন। ভোটের সময় তারা গোপনেই তাঁদের মতামত জানাতে পারবেন। তবে প্রমাণ রাখার জন্য, পুরো প্রক্রিয়াটির ভিডিওগ্রাফি করা হবে।’

রাজ্যের ৬ আসনে উপনির্বাচন

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর: আরজি কর কাণ্ডকে কেন্দ্র করে সরগরম রাজ্য। জুনিয়র ডাক্তাররা রাস্তায়। এই আবহে রাজ্যের ৬টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে কমিশন। তারই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে ৬টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, আগামী ১৩ নভেম্বর ওই ৬টি আসনে উপনির্বাচন হবে। যে ৬টি আসনে উপনির্বাচন হবে, সেই আসনগুলি হল তালডাংরা, সিতাই, নৈহাটি, হাড়োয়া, মেদিনীপুর ও মাদারিহাট। এই ৬টি আসনের বিধায়করা চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে জয়ের পর বিধায়ক পদে ইস্তফা দেন। তার জেরেই এই আসনগুলিতে উপনির্বাচন হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের এই ৬টি আসন ছাড়াও দেশের আরও ১৪টি রাজ্যে ৪২টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হবে।

প্রতিমা বিসর্জনে এসে তলিয়ে যাওয়া যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: অবশেষে উদ্ধার হল আত্রেয়ী নদীতে তলিয়ে যাওয়া যুবকের মৃতদেহ। খিদিরপুর রেলব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে এদিন ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বালুরঘাট থানার পুলিশ।

উল্লেখ্য, সোমবার বাড়ির প্রতিমা বিসর্জন করতে তিনজন ব্যক্তি কংগ্রেস পাড়া এলাকার আত্রেয়ী নদী ঘাটে আসেন। সেই সময় নদীতে তলিয়ে যায় ওই তিনজন। বিষয়টি নজরে আসলে স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় একজনকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ঘটনার পরবর্তী সময়ে শ্যামল কর দত্ত (৬৫) নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয় ঘটনাস্থল থেকে। তবে অপর নিখোঁজ যুবক অংশুমান নন্দীর (৩৫) কোন খোঁজ মিলছিল না। তাঁর বাড়ি বালুরঘাট শহরের সন্ধ্যা সিনেমা হল এলাকায়। সোমবার থেকেই চলছিল উদ্ধার কাজ। রায়গঞ্জ থেকে এসেছিল উদ্ধারকারীরা। অবশেষে প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর এদিন যুবকের নিথর দেহ উদ্ধার হয়।

অন্যদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বালুরঘাট থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বালুঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে।

জেলার কার্নিভালে নজরকাড়া ভিড় শহরকে টেক্কা দিল দক্ষিণের কার্নিভাল

বিপ্লব দাশ

বজবজ দুর্গাপুজো ইউনেসকোর হেরিটেজ তকমা পাওয়ার পর কলকাতার আদলে জেলায় জেলায় পুজো কার্নিভাল করার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার চারটি লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবার, মথুরাপুর, জয়নগর, যাদবপুর নিয়ে অনুষ্ঠিত হল পুজোর কার্নিভাল। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বজবজ, মথুরাপুরের কুলপি, জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের ক্যানিং ও যাদবপুরের কামালগাজিতে অনুষ্ঠিত হল কার্নিভাল। রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর এই কার্নিভালের আয়োজন করে।

ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বজবজ বিধানসভার অন্তর্গত চড়িয়ালে কার্নিভালের মূল মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। ৭টি বিধানসভার মোট ১৬টি পুজো অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানে। বিকেল ৫টে নাগাদ নৃত্যানুষ্ঠান, ছৌ নাচ ও ঢাকিদের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। চলে রাত ৮টা পর্যন্ত। পূজালি থেকে প্রতিমা-সহ সুসজ্জিত ট্যাবলো নিয়ে বজবজ রোড ধরে চড়িয়াল পর্যন্ত শোভাযাত্রা হয়।

এই কার্নিভালে উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল, জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামী, বিধায়ক অশোক দেব, মোহন নস্কর, বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, পূজালি পুরসভার চেয়ারম্যান তাপস বিশ্বাস-সহ সরকারি আধিকারিকরা। প্রতিটি ক্লাব সুসজ্জিত শোভাযাত্রার মাধ্যমে অতিথিদের মনোরম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উপহার দেয়। এই কার্নিভাল উপলক্ষে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। কার্নিভালের জন্য বজবজ রোড বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পণ্যবোঝাই ট্রাকে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার জাতীয় সড়কের উপরে পণ্য বোঝাই একটি ট্রাকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আলমপুর থেকে ওড়িশার দিকে যাওয়ার পথে ধুলাগড় ব্রিজের উপর একটি মাজন ও ব্রাশ ভর্তি ট্রাকে আগুন লেগে যায়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই ঘটনাটি ঘটে। তবে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কেউ হতাহত হননি বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ট্রাকবোঝাই সামগ্রী অনেকটাই নষ্ট হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকল আধিকারিকদের অনুমান, ইঞ্জিনে ইলেকট্রিক্যাল শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লাগতে পারে। এই ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। যদিও কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ আধিকারিকরা একটি ক্রেনের সাহায্যে ট্রাকটিকে সার্ভিস রোডে সরিয়ে দেন। এরপর ধীরে ধীরে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হতে শুরু করে।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৬ ই অক্টোবর। ২৯ শে আশ্বিন । বুধ বার। চতুর্দশী তিথি, রাত্রি ৭/৪৫ পর পূর্নিমা তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্রর মহাদশা ও বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ নতুন যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা ময় দিন। নতুন যোগাযোগের দ্বারা বিদ্যায়, বিদ্যার্থীদের সুযোগ বৃদ্ধি। প্রেম বা বিবাহ বিষয়ে যে বাধা ছিল, আজ তা সহজ সরল পথে থাকবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। প্রিয়জন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রশাসনিক কর্মে যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে বিশ্ব পত্র বা আম পাতা দ্বারা, মালা তৈরি করে তা টাঙিয়ে দিন।

বৃষ রাশি : বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। পারিবারিক সম্পর্ক দ্বারা শুভ। বন্ধু বান্ধব স্বজন পরিজন প্রতিবেশী দ্বারা আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা বিত্ত লাভ। প্রেমিক যুগলের শুভ দিন। বিদ্যার্থীদের জন্য দিব শুভ। প্রবীন নাগরিক, যারা ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স থেকে অর্থ পান, তাদের প্রাপ্তির দিন গৃহ মন্দিরে আমলকি দ্বারা শিব পুজার করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে

মিথুন রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। ভাই বন্ধু প্রতিবেশী দ্বারা ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা। বাণিজ্যে অশান্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ দায়ক অবস্থান। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসার কারণে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। এক নারীর বুদ্ধির ছারা ক্ষতির সম্ভাবনা।বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে পুজো পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : মধ্যম প্রকার দিন। গ্রহ অবস্থান বলছে, আজ ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনলে, মান সম্মান বৃদ্ধি হবে। যারা সম্মানের সাথে, শিক্ষকতা করেন অধ্যাপনা করেন তাদের কাছে যে কাজটা হয়ে যাওয়ার ছিল আজ তা বাধা পড়বে। সরকারি ভাবে যে কাজটা হলে আপনি আজ শান্তি পেতেন। তা আজ বাধা পড়বে। পরিবারে এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ধৈর্য সহ তার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন আর গণেশ দেবতার উদ্দেশ্যে দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : এক অপরিচিত আচেনা মানুষের সাথে, কথা বলে বাণিজ্যের অগ্রগতি সম্ভব। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। পরিবারের যে সম্পত্তি, বিষয়কে কেন্দ্র করে, জটিলতা ছিল তা আজ শুভ হবে। ছোট ভ্রমণ হবে। আনন্দ প্রাপ্তি হবে। বান্ধব এবং বান্ধবী দ্বারা শুভ হবে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেক সুযোগ হাতের সামনে আসবে। ধৈর্য রেখে বুদ্ধির দ্বারা আজ কর্তব্য সম্পাদন করুন শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কপূর দ্বারা আরতি করুন এবং নারায়ন দেবতার উদ্দেশ্যে তুলসী প্রদানে মহাসুখ

কন্যা রাশি : বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশীর সহযোগিতায় বড় কাজ হয়ে পড়বে। যে কাজে বাধা পাচ্ছিলেন- এতদিন। আজ সকাল থেকেই সেই শুভ কাজের যোগাযোগ হবে। সমস্যার সমাধান হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বিবাহের জন্য বাধা ছিল আজ শুভ হবে। পারিবারিক সুখ বৃদ্ধি হবে। পরিবারের গৃহ মন্দিরে কপূর দ্বারা দেব-দেবীদের আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ যানবাহন বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। ছোট্ট ভুলের জন্য কোন বড় বিবাদ বিতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। গ্রহযোগ যা আছে তাতে পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারের স্বজনরা যেন আজ শত্রু। পরিশ্রমের দ্বারা আজ সফলতা নেই। ব্যবসা বৃদ্ধির সুযোগ নেই। গৃহবধূরা, আজ সতর্ক থাকতে হবে গৃহ অশান্তি বৃদ্ধি হবে। বাড়ির মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে আতপ চালসহ ভগবান বিষ্ণুর মন্ত্রে পূজো পাঠ করুন শান্তি নিশ্চিত হবে।

বৃশ্চিক রাশি : তরল পদার্থ ঔষধ ব্যবসায়ীর সঙ্গে যারা জড়িত তাদের অর্থবৃদ্ধি নিশ্চিত। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। কোন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। কোন সভা সমিতি থেকে সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। রাজনৈতিক নেভার খারা সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় কল। পুরাতন বান্ধবীর বুদ্ধির দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধি দাম্পত্য জীবনে শুভ। প্রেমিক যুগল শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আজ আতপ চাল দ্বারা গণেশের পূজা করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হবে। কর্মে শুভ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী, তাদের জন্য শুভ। যে মানসিক অস্থিরতা ছিল, তা কম হবে। প্রবীন নাগরিক যিনি অসুস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরে আসবেন। আজ আত্মবিশ্বাস এমন বৃদ্ধি হবে যা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবেন। গৃহবধূদের শান্তি। যাদের বাড়িতে পোষা কুকুর বেড়াল আছে তাদেরও শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর পূজা করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ অবস্থান যা রয়েছে, তাতে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনাময় দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর প্রাপ্তি। বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় চর্চা করেন তাদের সফলতা প্রাপ্তি। কর্মের আবেদন যারা করেছেন তাদের কাছে কোন সুখবর আসতে পারে। পরিবারে কোনো নতুন জিনিস কেনা হবে। স্বজন বান্ধব পরিজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : মাথা ঠান্ডা রেখে, অন্যের কথা বেশি শুনলে ধৈর্য রাখলে আজ শুভ। নয় তো ছোটখাটো বিবাদ বিষয়ে বিতর্ক বড় আকার নেবে, সম্মানহানি যোগ রয়েছে। আজ যারা কর্মের আবেদন করলেন তাদের ধৈর্যসহ অপেক্ষা করতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রুর কোন নজর আপনার ওপর আছে, সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান দেবাদিদেব মহাদেবের উদ্দেশ্যে নারিকেল ফল প্রদান করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : যারা সরকারি বেতনভোগ কর্মচারী তাদের কাছে সুযোগ বৃদ্ধি হবে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। শ্বশুরবাড়ির সদস্য দ্বারা শুভ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। যারা সেবামূলক কাজ করেন তাদের নতুন যোগাযোগের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি হবে। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা তবে বাড়িতে যেন মাছের অ্যাকোরিয়াম না থাকে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে হলুদ রঙের মিষ্টি প্রদান করুন। সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনা ফোন কল ফ্যাক্স থেকে।

(রাত্রি ৭/৪৫ মিনিট পরে কোজাগরী পূর্ণিমা শ্রী শ্রী মহালক্ষ্মী পুজো।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

তৃণমূলের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: আগামী ২০ অক্টোবর আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমান জেলার গেরাই গ্রামে ঐতিহাসিক বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে তারই প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় ভালকি অঞ্চলের জামতারা দলীয় কার্যালয়ে।

এদিনের এই সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে হাজির ছিলেন আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শেখ আব্দুল লালন, আউশগ্রাম ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মমতা বাড়ুই, যুবনেতা সঞ্জু শেখ, সুমন ঘোষ, ব্লকের বর্ষীয়ান নেতা ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ও সাতটি অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি। এদিনের এই অনুষ্ঠানে কয়েকশো মহিলা কর্মী সমর্থক হাজির ছিলেন। আগামী ২০ তারিখ ব্লক সভাপতির উদ্যোগে প্রায় দুই হাজার মানুষকে সম্মান জানানো হবে বলে জানা গিয়েছে। ৫০০জন পুরোহিত, ১৫০জন মৌলানা,১৫০জন মাঝি সর্দার কে সম্মান জানানো হবে।পাশাপাশি ব্লকের কয়েকশো কর্মীদের সম্মান জানানো হবে। পুরোহিতদের গীতা, নামাবলি, মৌলনাদের হাদিস বই দেওয়া হবে।

আব্দুল লালন বলেন, 'আমাদের এই বিজয়া সম্মিলনীতে প্রায় দুই হাজার কর্মী সমর্থক যোগ দেবেন।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাইক আরোহীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: আউশগ্রামের জামতাড়া মোড় এলাকায় সোমবার রাতে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। মঙ্গলবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় আউশগ্রাম থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম রানা প্রতাপ মেটে (৪৪)। তাঁর বাড়ি আউশগ্রামের দিগনগর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রানা প্রতাপ মেটে পানাগড়ের একটি হোটেলের ম্যানেজার ছিলেন। সেখান থেকেই সোমবার রাতে বাইক নিয়ে গুসকরা মানকর রাজ্য সড়ক ধরে বাড়ি ফিরছিলেন। তখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জামতাড়া মোড়ে রাস্তার ফুটপাতে থাকা একটি কংক্রিটের দেওয়ালে বাইক নিয়ে সজোরে ধাক্কা দেয় রানা প্রতাপ মেটে।

রেশন দোকানের মাধ্যমে পেঁয়াজ বিক্রির উদ্যোগ নিচ্ছে কেন্দ্র-রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসবের মরশুমে পেঁয়াজের দামে নাভিঃশ্বাস উঠছে সাধারণ মানুষের। এই পরিস্থিতিতে কম দামে রেশন দোকান মারফত পেঁয়াজ বিক্রি করার উদ্যোগ নিচ্ছে কেন্দ্র-রাজ্য। সরকারি সংস্থা নাফেড এবং এনসিসিএফের মাধ্যমে সারা দেশে রেশন দোকানগুলির জন্য ১৫ হাজার টন পেঁয়াজ ছাড়বে সরকার। ডিলারদের জন্য দর থাকবে কেজি প্রতি ২৮ টাকা।

অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইজ শপ ডিলার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু জানান, রেশন দোকান মারফত ওই পেঁয়াজ বিক্রি হবে ৩৫ টাকা কেজি দরে। পেঁয়াজ বেচতে আগ্রহী ডিলারদের কাছ থেকে আবেদন চাওয়া হয়েছে। তার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার কাছ থেকে পেঁয়াজ চাওয়া হবে। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ছাড়া কোনও জেলা থেকে এখনও আগ্রহ দেখানো হয়নি। পুজোর পরই রাজ্যের রেশন ডিলাররা পেঁয়াজ বেচতে আরও উৎসাহ দেখাবেন বলে দাবি ডিলার সংগঠনের।

তবে গোটা দেশে রেশনে ১৫ হাজার টন পেঁয়াজ বিক্রি হলে খুচরো বাজারে তার প্রভাব কতটা পড়বে তা নিয়েও প্রশ্ন আছে সংশ্লিষ্ট মহলের। ডিলারদের আগ্রহ বাড়লে বরাদ্দ কিছুটা বাড়াতেও পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি। সরকারি উদ্যোগে চাষিদের কাছ থেকে পেঁয়াজ কিনে সংরক্ষণ করে রেখেছিল সরকারি সংস্থাগুলি। দাম বেড়ে যাওয়ার পর তা এখন খুচরো বাজারে আনা হচ্ছে। এখন খুচরো বাজারে পেঁয়াজের দর ৬৫-৭০ টাকা কেজি।

হাওড়া স্টেশনের এটিএম থেকে উধাও লক্ষাধিক টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবারে খোদ হাওড়া স্টেশনের মধ্যে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এটিএম কাউন্টার থেকে থেকে চুরি গেল লক্ষাধিক টাকা। হাওড়া রেল পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, এটিএম থেকে গায়েব হয়েছে ৯ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। চুরি যাওয়া এই ঘটনায় হাওড়া রেল পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয় নি। ওই এটিএমের সিসিটিভির ফুটেজ দেখে দুষ্কৃতিকে সণাক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে রেল পুলিশ।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর হাওড়া স্টেশনের ক্যাব রোডের কাছে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর এটিএম কাউন্টার থেকে ৯ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা চুরি যায়। দুই দিন বাদে ব্যাঙ্কের এটিএম ম্যানেজার যখন ওই এটিএম মেশিন পরীক্ষা করতে যান তখন ভল্ট ভাঙ্গা অবস্থায় দেখতে পান। এছাড়াও ওই ভল্টের মধ্যে রাখা যাবতীয় টাকা উধাও হয়েছিল। ঘটনার প্রেক্ষিতে গত ১ অক্টোবর ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ হাওড়ার গোলাবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। গত ১৩ই অক্টোবর গোলাবাড়ি থানা থেকে মামলাটি হাওড়া জিআরপি থানাতে হস্তান্তর করা হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে জিআরপি থানা জানতে পারে ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এটিএম কাউন্টারে কোনও প্রহরী ছিল না। সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে তদন্তকারী আধিকারিকরা দেখতে পান ঘটনার দিন অপারেশনের সময় একজন দুষ্কৃতী মাথায় হেলমেট পড়ে এটিএম কাউন্টারে ঢোকে। এর পরই ওই কাউন্টারে শাটার ফেলে দেওয়া হয়। ওই দুষ্কৃতীর পরনে ছিল নীল গেঞ্জি এবং কালো প্যান্ট। পিঠে কালো ব্যাগ। মাত্র ৯ সেকেন্ডের মধ্যে সে কাউন্টারের মধ্যে থাকা সিসিটিভির ক্যামেরার তার কেটে দিয়ে ডিভিডি হাতিয়ে নেয়। এরপর সে একটি নকল চাবি দিয়ে এটিএম মেশিন খুলে ভল্টের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সমস্ত টাকা হাতিয়ে নেয়। এটিএম এর ভিতরের সিসিটিভি থেকে কোন ছবি না পাওয়া গেলেও স্টেশনের বাইরে সিসিটিভি থেকে দেখা যায় অল্প সময়ের মধ্যে ওই দুষ্কৃতী অপারেশন সেরে বাইরে দাঁড়িয়ে আরো দুজনের সঙ্গে কথা বলেছিল। এরপর পায়ে হেঁটে তাঁকে স্টেশনের বাইরের ভিড়ে হারিয়ে যেতে দেখা যায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, যেভাবে এটিএম থেকে টাকা চুরি করে ওই দুষ্কৃতী, তাতে মনে হয়েছে সে এই বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। এটিএম মেশিনের যাবতীয় খুঁটিনাটি আগে থেকেই জানত। শুধু তাই নয়, ভল্টের পাসওয়ার্ড পর্যন্ত তার জানা ছিল। সেই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সে সমস্ত টাকা হাতিয়ে নেয়। পুলিশ আধিকারিকরা মনে করছেন, ওই দুষ্কৃতীর এটিএম-এ টাকা ভর্তি করার আগের অভিজ্ঞতা থাকতে পারে। গত কয়েক বছর ব্যাঙ্কের এটিএম ম্যানেজার পরিবর্তন হলেও, এটিএম-এর পাসওয়ার্ড একই ছিল। এই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশের সন্দেহ ব্যাঙ্কের কোনও কর্মচারীর যোগাযোগ থাকতে পারে বলেও সন্দেহ আধিকারিকদের। এ ব্যাপারে তদন্তকারী আধিকারিকরা ব্যাঙ্ক কর্মীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করবেন বলে সূত্রের খবর। যদিও পাসওয়ার্ড প্রসঙ্গে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে জোনাল অফিসের অনুমতি ছাড়া তারা এটিএম মেশিনের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে পারে না। তাদের টেকনিক্যাল এক্সপার্টরা দু'দিন বাদে ওই এটিএম পরীক্ষা করবেন। যদিও ঘটনার কথা চাউর হতে যথেষ্টই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পাশাপাশি রক্ষীবিহীন এটিএমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। আপাতত ওই এটিএম বন্ধ রাখা হয়েছে।

বারাসতে কেদারনাথ মন্দিরের রেপ্লিকা ৮-এর পল্লি সর্বজনীনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বারাসত ঘোষালপাড়ায় ৮-এর পল্লি সর্বজনীন পুজোর মণ্ডপে এবার উঠে এসেছে এক টুকরো কেদারনাথ মন্দিরের রেপ্লিকা। এবার তাঁদের এই পুজোর ৫০তম বর্ষে পদার্পন করল। গত কয়েক বছরের মতো সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে এই পুজো কমিটির তরফে পল্লিবাসী-সহ স্থানীয় ও বহিরাগত দর্শনার্থীদের জন্য উপহার ছিল, উত্তরাখণ্ডের জনপ্রিয় তীর্থক্ষেত্র কেদারনাথ। তবে উপহার পেতে অতদূর পাড়ি দিতে হয়নি দর্শকদের। এলাকাতেই দর্শন হয়ে গেল পাহাড়কোলে বিখ্যাত মন্দিরটির। প্রায় মাসখানেক ধরে হুবহু সেই মন্দিরের যেন এক সুন্দর রেপ্লিকা গড়ে ফেলেছিলেন দত্তপুকুর ও বর্ধমানের শিল্পী ও মণ্ডপের ৪০ জন কারিগর। মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে দত্তপুকুরের রাজু ডেকরেটর। সঙ্গে অপরূপ মানানসই আলোয় সাজিয়েছেন অজয় ঘোষ। মণ্ডপে শোভা বর্ধন করেছে স্থানীয় শম্ভু পালের হাতে গড়া মৃণ্ময়ী প্রতিমা। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় প্রতিমা-সহ মণ্ডপের দ্বার উদঘাটন করেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। সঙ্গে ছিলেন বারাসতের পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায় ও বিশিষ্টজনেরা। পুজোয় ফি বছরের মতো এবারও মানুষের ভিড় উপচে পড়েছিল।

দমকলের ১০১ ডায়ালে ভুয়ো কল শনাক্তে কলার আইডি বসানোর চিন্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ১০১-এ ডায়াল করে কখনও মুখরোচখ খাবারের অর্ডার। আবার কখনও এফএম-এ হিন্দি গান শোনার আবদার। এমনকি এই ডায়ালে ফোন করে আবেদন করা হচ্ছে বান্ধবীর কথা শোনার। প্রায় প্রতিদিনই ঘনঘন এমনই যন্ত্রণাদায়ক ফোন পেয়ে রীতিমতো তিতিবিরক্ত মালদার ইংরেজবাজার দমকল বিভাগের অফিসার ও কর্মীরা। এই পরিস্থিতিতে ১০১ ডায়ালে টেলিফোন কলার আইডি (ভুয়ো ফোন নম্বর চেনার যন্ত্র) বসানো যায় কিনা সেই ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিকরা। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয়েছে।

বছরের অধিকাংশ দিনই দমকল বিভাগের ১০১ ডায়ালে ভুয়ো কলে রীতিমত সমস্যায় পড়ে যাচ্ছেন অফিসার কর্মীরা। শুধু তাই নয়, পুজোর কটাদিন ১০১ ডায়ালে শতাধিক ভুয়ো ফোন আসে। সেখানেই নাকি বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলা হয়। কখনো পাওয়ারের আবদার করা হচ্ছে। আবার কখনো গান শোনার কথা বলা হচ্ছে। বেশ কিছু মানুষেরা দমকলের এই জরুরি নম্বরে রসিকতামূলক ফোন করেই অফিসার ও কর্মীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে মালদা ইংরেজবাজার দমকল আধিকারিক স্বপন কুমার দাস নিজের মোবাইল নম্বর দিয়েই মানুষকে বিপদকালীন অবস্থায় যোগাযোগ করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে চলেছেন। পাশাপাশি দমকলের এই জরুরি পরিষেবা ১০১ ডায়ালে ভুয়োফোন বন্ধ করতে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে ইংরেজবাজার দমকল বিভাগ।

সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজার দমকল বিভাগের অধীনে মালদা জেলার নটি ব্লক রয়েছে। বাকি ছয়টি ব্লক চাঁচল এবং হরিশ্চন্দ্রপুর দমকল বিভাগের অন্তর্গত রয়েছে। যদিও এবারে অধিকাংশ পুজো কমিটি কর্মকর্তারা প্রশাসন এবং দমকল বিভাগের নির্দিষ্ট নিয়মাবলী মেনেই দুর্গাপুজো সম্পন্ন করেছে। কিন্তু সমস্যা দাঁড়িয়েছে ভুয়ো ফোনের নির্যাতন নিয়ে।

দমকল বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, এই ১০১ ডায়াল নম্বরটি ট্রোল ফি । ফলে যে কোনও মানুষ বিপদে পড়লে বা কোথাও অগ্নিসংযোগের মতোন দুর্ঘটনা ঘটলে ফোন করে দপ্তরে জানিয়ে থাকেন। কিন্তু ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে অধিকাংশ সময় এই ১০১ ডায়ালে ফোন করে অযৌক্তিকর কথাবার্তা বলা হচ্ছে। কখনও ফোন করে শিশুর আওয়াজ, মাকে দেখার জন্য কান্নাকাটি করছে। আবার কখনও ওপ্রান্ত থেকে ফোন করে পিৎজা অথবা মুখরোচক খাওয়ারে অর্ডার দেওয়া হচ্ছে। কেউ কেউ আবার তো এফএম মনে করে গান শোনার অনুরোধ জানাচ্ছে। প্রতিটি মুহূর্তে এমন ফোন আসায় রীতিমতো সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অফিসার ও কর্মীদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। কিছুদিন আগেই একটি ভুয়ো ফোন থেকে ১০১ নম্বরে ডায়াল করে বলা হয় মালদার জেলা প্রশাসনিক ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তড়িঘড়ি দুটো দমকলের ইঞ্জিন সমেত অফিসারেরা ছুটে যান। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় সম্পূর্ণ ভাবে ভুয়ো ফোন করা হয়েছিল। বিপদকালীন একটি জরুরি পরিষেবা মূলক দপ্তরে যদি এভাবেই ফোনে হয়রানি করা হয়, তা হলে সমস্যা বাড়বে। তাই ভুয়ো ফোন নম্বর ধরার ক্ষেত্রেই টেলিফোন কলার আইডি বসানো যায় কিনা সে ব্যাপারেও ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। মালদার ইংরেজবাজার দমকল বিভাগের আধিকারিক স্বপন কুমার দাস জানান, ১০১ ডায়াল সম্পূর্ণ টোল ফ্রি নম্বর। বিপদকালীন ক্ষেত্রে মূলত মানুষ দমকলে ফোন করে থাকে। কিন্তু এখন ভুয়ো ফোনে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে। পুজোর মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অফিসার ও কর্মীরা সবরকম ভাবে পরিষেবা দিয়েছেন। কিন্তু সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যেভাবে এই ১০১ ডায়য়ালে একের পর এক ভুয়ো ফোন আসছে, তাতে সমস্যা আরো বাড়িয়ে তুলেছে। পুরো বিষয়টি আমরা জেলা পুলিশ ও প্রশাসনকে জানিয়েছি। পাশাপাশি এই ভুয়ো নম্বর ধরার ক্ষেত্রে বিকল্প কি ব্যবস্থা করা যায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

ফের লাউদোহার ফরিদপুরে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: চুরির আতঙ্ক পিছু ছাড়ছে না লাউদোহার ফরিদপুর থানা এলাকার মানুষদের। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। চলতি মাসে এলাও দেওয়ার ফরিদপুর থানা এলাকায় বেশ কয়েকটি পরপর চুরির ঘটনা সামনে আসে। এবার চুরির ঘটনা ঘটল লাউদোহার এমআইসি মোড় সংলগ্ন রাস্তার ওপর সোনা রূপার দোকানে। প্রত্যেক দিনের মতোই মঙ্গলবার নিজের দোকান খুলতে দোকান মালিক রাহুল চৌধুরী। দোকানে সদর দরজার তালা খুলে ও দোকান খুলতে না পারায় সন্দেহ হয় পিছন দিকে গিয়ে দেখেন দোকানের পিছন দিকে সিন্দ কেটে চোরেরা চুরি করে চম্পট দিয়েছে। ঘটনাস্থলে তদন্তে ন্র জন্য এসেছেন লাউদোহার ফরিদপুর থানার পুলিশ। বারবার লাউদোহা এলাকায় চুরির ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা।

দোকান মালিক রাহুল চৌধুরী জানান, সোমবার রাত্রিবেলা দোকান বন্ধ করে তিনি বাড়ি গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার সকালে দোকানের তালা খুলতেই তিনি লক্ষ্য করেন, দোকানের শাটার খোলা যাচ্ছে না, ভেতর থেকে আটকানো। মনে সন্দেহ হতেই দোকানের পিছন দিকে গিয়ে দেখেন সেখানে দরজার তালা ভেঙে সিন্দ কেটে চোরেরা দোকানের ভেতর সোনা ও রুপোর জিনিস নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর ২০২৪, ২৯ আশ্বিন, বুধবার

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে রেড রোডে চলছে দুর্গা পুজোর কার্নিভাল।

অনশনে যোগ আরও দুই জুনিয়র ডাক্তারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘আমরণ অনশন’-এর ১১ দিনের মাথায় মঙ্গলবার যোগ দিলেন আরও দুই জুনিয়ার ডাক্তার স্পন্দন চৌধুরী এবং রুমেলিকা কুমার। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের এক জন জুনিয়র ডাক্তারও এই অনশনে অংশ নিয়েছেন।

গত ৫ অক্টোবর রাত সাড়ে ৮টা থেকে ১০ দফা দাবিতে ধর্মতলায় আমরণ অনশন শুরু করেন কলকাতার বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের ছ’জন জুনিয়র ডাক্তার। সেই তালিকায় যোগ দিলেন স্পন্দন চৌধুরী এবং রুমেলিকা কুমার। রুমেলিকা কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ফাইনাল ইয়ার পিজিটি। ‘আমরণ অনশন’-এর এই তালিকায় রয়েছেন স্নিগ্ধা হাজরা, তনয়া পাঁজা, সায়ন্তনী ঘোষ হাজরা, অনুষ্টুপ মুখোপাধ্যায়, অর্ণব মুখোপাধ্যায়, পুলস্ত্য আচার্য এবং উত্তরবঙ্গের সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার অনশনে যোগ দিয়েছিলেন আরজি করের জুনিয়র চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোও। গত ১১ অক্টোবর, এই সাত অনশনকারী ছাড়াও রাতে ধর্মতলার অনশনমঞ্চে আরও দুই জন যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন পরিচয় পণ্ডা এবং আলোলিকা ঘোড়ুই। এরপর মঙ্গলবার সেই তালিকা আরও বাড়ল।

প্রসঙ্গত, ১০ দফা দাবিতে গত ৫ অক্টোবর রাত সাড়ে ৮টা থেকে ধর্মতলায় আমরণ অনশন শুরু করেন কলকাতার বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের ছ’জন জুনিয়র ডাক্তার। রবিবার অনশনে যোগ দিয়েছিলেন আরজি করের জুনিয়র চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো। তবে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় অনিকেত, অনুষ্টুপ, পুলস্ত্য এবং তনয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। আরজি কর, নীলরতন সরকার এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা চলছে তাঁদের। এরপর মঙ্গলবার আরজি কর ইস্যুতে অনশনে বসে অসুস্থ হন জুনিয়র চিকিৎসক সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরীক্ষামূলকভাবে চালু হল ‘সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম’

নিজস্ব প্রতিবেদন: জুনিয়র ডাক্তারদের ১০ দফা দাবির মধ্যে অন্যতম একটি দাবি মেনে নিয়ে রাজ্যে পরীক্ষামূলকভাবে কেন্দ্রীয় রোগী রেফার করার ব্যবস্থা চালু হল। সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে মঙ্গলবার এক রোগীকে কেন্দ্রীয়ভাবে রেফার পদ্ধতির মাধ্যমে এমআর বাঙুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। স্বাস্থ্য দফতরের পোর্টালের মাধ্যমে বাঙুর হাসপাতালে ওই রোগীর নাম নথিভুক্ত করা হয়।

এই সিস্টেমের মাধ্যমে রোগীর পরিবারও জানতে পারবে কেন অন্য হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে। কারণ, এরআগে একাধিকবার অভিযোগ উঠেছে রোগীর আশঙ্কাজনক হলে অনেক ক্ষেত্রেই জেলা বা স্থানীয় হাসপাতালগুলি কলকাতার বড় হাসপাতালে রোগী রেফার করে দেয়। তবে সেইসময় রোগীর পরিবার জানতে পারে না কেন অন্য হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে। আর তাতেই ঘটে বিপত্তি। সেই জন্য রাজ্যে চালু হতে চলেছে ‘সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম’।

জানা গিয়েছে, আগামী নভেম্বর থেকেই রাজ্য জুড়ে কেন্দ্রীয়ভাবে রোগী রেফার করার ব্যবস্থা চালু করা হবে। আরজি কর হাসপাতালের ঘটনার পর জুনিয়র চিকিৎসকদের তরফে যে দশ দফা দাবি তোলা হয়েছে তার মধ্যে এই সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম অন্যতম। এবার সেই দাবি মেনে নিল রাজ্য সরকার।

পার্থ-অয়নকে টানা তিন ঘণ্টা জেরা সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অয়ন শীলকে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে টানা তিন ঘণ্টা জেরা করল সিবিআই। চলতি মাসের গোড়ার দিকে নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে অভিযুক্ত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং অয়ন শীলকে জেলে গিয়ে জেরা করার অনুমতি দেয় বিশেষ সিবিআই আদালত। এরপর গত ১ অক্টোবর পার্থকে সিবিআই আদালতে হাজির করানো হয়। সেখানে আদালতের অনুমতিতে প্রাথমিক দুর্নীতি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে সিবিআই। এর আগে নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে ২০২২ সালের ২৩ জুলাই পার্থকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। গত ১ অক্টোবর তাঁকে প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতারের আবেদন জানায় সিবিআই। সেই আবেদন মঞ্জুর করে আদালত। তারপরেই পার্থকে গ্রেফতার করে সিবিআই। পার্থের পাশাপাশি নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে

অন্যতম অভিযুক্ত অয়ন শীলকেও আদালতে হাজির করানোর পর গ্রেফতার করে সিবিআই। জেলে গিয়ে পার্থকে জেরার জন্য কোর্টে আবেদন জানিয়েছিল সিবিআই। সেই আবেদন মঞ্জুর করে আদালত।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদনের শেষ শুনানি ছিল ৭ অক্টোবর, কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি অপূর্ব সিংহ রায়ের ডিভিশন বেঞ্চে। তবে সেদিন রায়দান স্থগিত রাখা হয়। মনে করা হচ্ছে, পুজোর পরে এই মামলার রায়দান হতে পারে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ ছাড়াও গ্রেফতার করা হয়েছিল সুবীরেশ ভট্টাচার্য, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়-সহ শিক্ষা দফতরের একাধিক আধিকারিককে। গত ৭ অক্টোবর তাঁদের জামিন মামলার শুনানি ছিল হাইকোর্টে। সেই শুনানিও শেষ হয়েছে। তবে ষষ্ঠী থেকে হাই কোর্টে পুজোর ছুটি শুরু হওয়ায় আদালত বন্ধ থাকবে নভেম্বর পর্যন্ত। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আদালত খুললে পার্থদের মামলার রায়দান হতে পারে।

নৈহাটিতে প্রতীকী অনশনে আইএমএ-র সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দশ দফা দাবিতে কলকাতার ধর্মতলায় এবং উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে টানা অনশন চালাচ্ছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। সরকার ও প্রশাসনের ওপর চাপ বাড়াতে এবার দেশজুড়ে প্রতীকী অনশনের ডাক দিল ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন। আইএমএ জানিয়েছে, বাংলায় অনশনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের প্রতি সমর্থন জানাতে তাঁরাও দেশজুড়ে ১২ ঘণ্টার প্রতীকী অনশন পালন করবে। আইএমএ-র হেড কোয়ার্টারের নির্দেশ মতোই মঙ্গলবার সংগঠনের নৈহাটির মিত্রপাড়ায় শাখা অফিসের কাছে অস্থায়ী মঞ্চ করে সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত প্রতীকী অনশন পালন করলেন সিনিয়ার চিকিৎসকরা। নৈহাটিতে অনশন কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে চিকিৎসক তথা আইএমএ-র সদস্য

দেবাশীষ নন্দী বলেন, অভয়ার দ্রুত বিচারের দাবিতে আইএমএ দেশ জুড়ে সোচ্চার হয়েছে। জুনিয়র চিকিৎসকদের পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের মানুষও এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। তাঁর আক্ষেপ, সিবিআইয়ের প্রথম চার্জশিটে মাত্র একজন অপরাধীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটানো একজনের পক্ষে কোনওমতেই সম্ভব নয়। তাঁর দাবি, ঘটনায় জড়িত সকল অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। অন্যথায় আন্দোলন আগামীদিনে বৃহৎ আকার নেবে।

সরকারের বিরুদ্ধে অরাজনৈতিক মিছিল কলেজ স্ট্রিট থেকে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার পর্যন্ত।

অফিস টাইমে ফের মেট্রো বিভ্রাট

নিজস্ব প্রতিবেদন: সকালের ব্যস্ত সময়ে বিগড়ে গেল কলকাতা মেট্রোর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্লু লাইন। মঙ্গলবার সকালে অফিস টাইমে যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য প্রায় ১০ মিনিট ধরে বন্ধ থাকে দক্ষিণেশ্বর থেকে গিরিশ পার্ক পর্যন্ত মেট্রো চলাচল। অফিস টাইমে এই ঝঞ্ঝাটে চরম দুর্গতির শিকার হন নিত্যযাত্রীরা। মঙ্গলবার সকাল পৌনে ন’টায় যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। যার ফলে দক্ষিণেশ্বর থেকে গিরিশ পার্ক পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। শহরতলি থেকে অগুনতি মানুষ এই সময়ে মেট্রো ধরে কলকাতায় অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজে যান। এদিনের এই ঘটনায় তাঁদের অসহায়ের মতো দক্ষিণেশ্বর কিংবা দমদম স্টেশনে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না।

এদিকে সূত্রে খবর, দমদম এবং নোয়াপাড়া স্টেশনের মাঝের অংশে ৭৫০ ভোল্ট বিদ্যুতের অভাবে মেট্রো পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। যান্ত্রিক গোলযোগের মাশুল গুনতে হচ্ছে সাধারণ নিত্যযাত্রীদের। সোমবারও ব্যাহত হয়েছিল মেট্রো পরিষেবা। অন্তত ঘণ্টাখানেক দেরি হয় স্বাভাবিক হতে। যাত্রীরা মেট্রোরেল ব্যবহার করেন সময় বাঁচানোর জন্য, সেই সময়টাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাঁদের।

যুবকের মৃত্যুতে উঠছে নানা প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউ আলিপুরে এক যুবকের মৃত্যু ঘিরে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম নীশান্ত চৌধুরী (২২)। পুলিশের দাবি, বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে যুবকের। এদিকে পরিবারের অভিযোগ, দুর্ঘটনা নয়, খুন করা হয়েছে যুবককে। হেস্টিংস থানা এলাকায় যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশের দাবি। এদিকে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে হেস্টিংস থানার বাইরে জমায়েত করেন পরিবারের সদস্যরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ হেস্টিংস সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, দুটি ট্রেলারের মাঝে ধাক্কা লেগে স্কুটার নিয়ে পড়ে যান নিশান্ত। তাঁর পিছনে এক মহিলাও বসে ছিলেন। তিনিও আহত হয়েছেন। পুলিশের দাবি, কারোর মাথাতেই হেলমেট ছিল না। এরপর পুলিশের ভ্যানে আহত যুবককে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

নিশান্তের পরিবারের দাবি, ভোরে তাঁদের কাছে একটা ফোন আসে। তাতে বলা হয় নিশান্তের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ভোরেই এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়ে পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন, নিশান্তের মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের নিশান্তের সঙ্গে থাকা ওই যুবতীর ভূমিকাতেই সন্ধিহান। পরিবারের দাবি, নিশান্তের বান্ধবী প্রথমে নিশান্তকে অ্যাপ বাইকের ড্রাইভার বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। অথচ, নিশান্তের স্কুটিতেই ওই যুবতীর ব্যাগ, জুতো সব ছিল। এরপর দ্বিতীয়বার বয়ান বদল করেন যুবতী। তাতেই পরিবারের সন্দেহ হয়। পরিবারের অভিযোগ, প্রথমে এফআইআর দায়ের করতে গেলে পুলিশ তা নেয়নি। তিন ঘণ্টা পর এফআইআর নেয় পুলিশ। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, হেস্টিংসের যে এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে, সেখানে ১৯টা ক্যামেরা রয়েছে। জানা যাচ্ছে, সেই ১৯টা ক্যামেরাই খারাপ।

বাগজোলা খালে দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাগজোলা খালে দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। প্রায় চার ঘণ্টার চেষ্টায় খাল থেকে উদ্ধার হয় এক ব্যক্তির দেহ। তবে দেহটি কোন থানার তা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে টালবাহানা স্থানীয় সূত্রে খবর, সকালে দেহ খালে ভাসতে দেখা যায়। এরপর থানায় খবর দেওয়া হয়। কিন্তু কোন থানার পুলিশ দেহ তুলবে, তা নিয়ে পুলিশের মধ্যে তৈরি হয় জটিলতা। ঘটনা জানাজানি হতেই ভিড় জমতে থাকে উল্টোডাঙ্গা ব্রিজ লেকটাউন এবং সল্টলেকের দিকে। বিধাননগর উত্তর থানা লেকটাউন থানা এবং কলকাতা পুলিশের মানিকতলা থানা মধ্যে দেহ উদ্ধারের ব্যাপারে প্রথমে কোনও পদক্ষেপ করেনি বলেই জানান স্থানীয়রা। অবশেষে দীর্ঘ তিন থেকে চার ঘণ্টা পর বিধাননগর উত্তর থানা ৪৫ বছরের ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে। এরপর দেহটিকে নিয়ে যাওয়া হয় বিধান নগর মহকুমা হাসপাতালে। আগামীকাল ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে আরজি কর হাসপাতালে। তবে মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও জানা যায়নি। দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন আছে কিনা, তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারছে না পুলিশ। ময়নাতদন্তের পরই বোঝা যাবে মৃত্যুর কারণ।

টানা দশদিন অনশনে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বহু চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিবেদন: দশ দিনে পা দিল জুনিয়র চিকিৎসকদের অনশন। আর এর জেরে একে একে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন তাঁরা। এবার অসুস্থ স্নিগ্ধা হাজরা। সূত্রে খবর, বমি-বমি ভাব রয়েছে তাঁর। অসুস্থ বোধ করেন তিনি। তবে অনশন মঞ্চেই এখনও রয়েছেন।

এদিকে জুনিয়র চিকিৎসদের তরফে জানানো হয়েছে, টানা দশ দিনের এই অনশনে অনেক অনশনকারীই অসুস্থতা বোধ করছেন। প্রসঙ্গত, জুনিয়র ডাক্তার তনয়া পাঁজাকে ভর্তি করতে হয় হাসপাতালে। মেডিক্যাল কলেজে আপাতত ভর্তি রয়েছেন তিনি। জানা

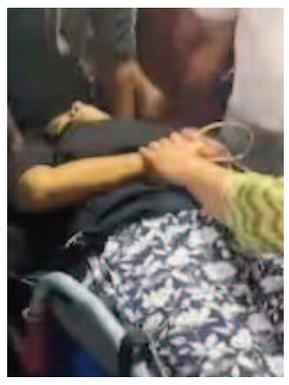

যাচ্ছে, শরীরে কিটোন বডির মাত্রা বেড়েছে তাঁর।

প্রসঙ্গত, নিজের দাবি দাওয়া নিয়ে ৫ই অক্টোবর প্রথম ছয় জুনিয়র চিকিৎসক অনশন শুরু করেন। তার মধ্যে স্নিগ্ধা ও তনয়া ছিল অন্যতম। এরপরের দিন অনশনে বসেন অনিকেত মাহাতো। গত বৃহস্পতিবার রাতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে ভর্তি করতে হয় হাসপাতালে। তারপর একে একে আরও দুই জুনিয়র ডাক্তার অনুষ্টুপ মুখোপাধ্যায় এবং পুলস্ত্য আচার্য অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদেরও ভর্তি করতে হয় হাসপাতালে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের সিসিইউতে ভর্তি হন আরও এক অনশনকারী জুনিয়র ডাক্তার অলোক বর্মাও।

লুমটেক্স জুট মিলের জমি প্রমোটিং করার ষড়যন্ত্র চলছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রমিক অসন্তোষের জেরে মঙ্গলবার তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো টিটাগড়ের লুমটেক্স জুটমিলে। যদিও এই মিলটি টিটাগড় অঞ্চলে ‘মাঠকল’ নামেই বেশি পরিচিত। পুজোর চার দিন ছুটি কাটিয়ে মঙ্গলবার সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে এসে দেখেন তাঁত বিভাগের মেশিনের যন্ত্রাংশ খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মেশিনের যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য সরঞ্জাম খোলা দেখেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন শ্রমিকরা। টিটাগড় পুরসভায় গিয়ে শ্রমিকরা পুরপ্রধান কমলেশ সাউকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতির সামাল দিতে এদিন বেলায় খড়দহ থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারিক দেবাঞ্জন ভট্টাচার্য এবং পুরপ্রধান কমলেশ সাউ মিলে গিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। অবশেষে জট কাটিয়ে দুপুরের পর থেকে ফের মিলে উৎপাদন শুরু হয়। মিল শ্রমিক তারকেশ্বর গিরি জানান, চারদিন ছুটির পর তাঁরা কাজে যোগ দিতে এসে দেখেন তাঁত বিভাগের মেশিনের যন্ত্রাংশ খুলে ফেলা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, যন্ত্রাংশ খুলে নিয়ে মিলটি বন্ধ করার ষড়যন্ত্র করছে মালিকপক্ষ। যদিও তাঁরা মিল বন্ধের বিপক্ষে। তারকেশ্বর বাবুর আরও অভিযোগ, ২০১৮ সালে অবসর নেওয়া শ্রমিকদের পাওনা-গন্ডা কিছুই মিলছে না। পিএফ ও গ্র্যাচুইটির টাকাও তাঁরা পাচ্ছেন না। তাঁর দাবি, এই মিলে

মজদুর শোষণ চলছে। শিল্পাঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা এই লুমটেক্স জুটমিলের। টিটাগড়ের পুরপ্রধান কমলেশ সাউ বলেন, কর্তৃপক্ষ তাঁদের জানিয়েছেন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মেশিনপত্র খোলা হয়েছিল। খোলা যন্ত্রাংশ ফের মেশিনে লাগানো হবে। সমস্যা কাটিয়ে এদিন দুপুরের পর থেকে শ্রমিকরা ফের কাজে যোগও দিয়েছেন।

এই মিলের পরিস্থিতি নিয়ে এদিন সন্ধেয় নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে ট্যুইট করেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং। তিনি ট্যুইটে লেখেন, ‘মেশিনপত্র খুলে সরানোর চেষ্টা চলছিল। কিন্তু শ্রমিকরা মেশিন খোলার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। বিটি রোডের ওপর অবস্থিত এই মিলের জমি প্রমোটিং করার চেষ্টা চলছে। তাছাড়া স্থানীয় বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী ফ্লিম শুটিংয়ের জন্য মিলের জমি ব্যবহার করেন।’ ট্যুইটে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, মিলের মালিকানা এখন বিচারাধীন বিষয়। তবুও মিলটাকে ঘিরে নোংরা কৌশল প্রয়োগের চেষ্টা চলছে। প্রাক্তন সাংসদের দাবি, শিল্পাঞ্চলের জুটমিলগুলোর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সপ্তাহে তিন-চারদিন করে শ্রমিকরা কাজ পাচ্ছেন। পুজোর মরসুমে শ্রমিক মহল্লার মানুষজন অতি কষ্টে দীনযাপন করছেন। তাঁর অভিযোগ, জুটমিলগুলোর হাল বদলানোর ক্ষেত্রে উদাসীন রাজ্য সরকার। বিপন্ন শ্রমিকদের কথা না ভেবে মুখ্যমন্ত্রী ব্যস্ত পুজোর কার্নিভালে।

সম্পাদকীয়

সরকারের গাফিলতি তথা প্রশ্রয় ছাড়া এত জাল ওষুধ তৈরি করা হয় কী ভাবে?

নামী দোকান থেকে দামি কোম্পানির ওষুধ কিনলেই যে তার গুণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত থাকা যাবে এমনটা আর নয়, খবর এটাই। সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন রিপোর্টে এই তথ্য সামনে এসেছে যে গুণমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি ৫৩টি ওষুধ। তালিকায় রয়েছে খুবই পরিচিত কিছু ওষুধ। এখন ভাল দোকানে বিক্রি হওয়া পরিচিত ব্র্যান্ডের দামি ওষুধের মানও যদি ঠিক না থাকে, তবে তো মহা বিপদ। বলা বাহুল্য, ওষুধের গুণগত মান সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জ্ঞান থাকা তো সম্ভব নয়। তারা প্রায়শই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী বা নামী কোম্পানির ওষুধের উপর আস্থা রাখেন। ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার তরফে অবশ্য জানানো হয়েছে, যে সমস্ত ব্যাচের ওষুধের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে সেগুলি তাদের তৈরি নয় এবং সেগুলি জাল। এ বিষয়ে তদন্তের দাবি করেছে তারা। চিকিৎসক মহলের বক্তব্য এ ধরনের জাল ওষুধ দীর্ঘদিন খেলেও রোগী সুস্থ হবেন না। বরং অ্যান্টিবায়োটিকের গুণগত মান খারাপ হলে রোগীর শরীরে সংক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যাবে, অ্যান্টিবায়োটিক আর কাজ দেবে না। বিষয়টি বড়ই দুশ্চিন্তার ও বিপদের। অধিকাংশ দোকানে জাল ওষুধ বিক্রি হতে দেখেও চিকিৎসকেরা রোগীকে নামী কোম্পানির ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব সারতেন। যে-হেতু জাল ওষুধের দাম আসল ওষুধের চেয়ে অনেক কম এবং তাতে দোকানির লাভ বেশি, আর ওষুধের পাতার গায়ে একই কম্পোজিশন লেখা থাকে, তাই দোকানদাররা ক্রেতাকে জাল ওষুধ কিনতে জোর করতেন। গ্রামের দরিদ্র মানুষ কম পয়সায় ওই জাল ওষুধ সরল মনে খায়। বলা বাহুল্য, এ চিত্র সারা দেশ জুড়ে। প্রশ্ন জাগে, চারিদিকে জাল ওষুধের এত রমরমা, সরকার তা হলে কী করছে? সরকারের গাফিলতি তথা প্রশ্রয় ছাড়া এত জাল ওষুধ তৈরি করা হয় কী ভাবে?

শব্দবাণ-৭২

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. লক্ষ্মীদেবী ৪. কর্ণের রাজধানী ৫. ঘোর অন্ধকারময় ৭. খাদ্যদ্রব্য ৯. শ্রেণি, সমূহ ১১. কার্যনির্বাহ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. আমাদের প্রাণের শহর ২. গভর্নর, রাজ্যপাল ৩. রঙ্গমঞ্চ ৬. আলাপ ৮. কামড়, দাঁতের আঘাত ১০. লক্ষ্মীর বাহন।

সমাধান: শব্দবাণ-৭১

পাশাপাশি: ১. সুবর্ণকার ৩. হরজ ৫. লকার ৭.মরজি ৮. নাপিত ১০. হাতখরচ।

উপর-নীচ: ১. সুকর ২. কাঙালখানা ৩. হজম ৪. জমিজিরেত ৬. রসিত ৯. পিরিচ।

জন্মদিন

আজকের দিন

হেমা মালিনী

১৯৪৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নবীন পট্টনায়েকের জন্মদিন।*
১৯৪৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী হেমা মালিনীর জন্মদিন।*
১৯৯১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় শার্দুল ঠাকুরের জন্মদিন।*

আজ কোজাগরী

সিদ্ধার্থ সিংহ

হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী* কোজাগরী* শব্দটি এসেছে 'কো জাগর্তি' থেকে, যার বাংলা করলে দাঁড়ায় — 'কে জেগে আছ' ভক্তরা বিশ্বাস করেন, এই পূর্ণিমার রাতে স্বয়ং দেবী লক্ষ্মী মর্ত্যলোকে নেমে আসেন তিনি গোটা চরাচর ঘুরে ঘুরে দেখেন, তাঁকে আরাধনার রাতে সারা রাত কেউ জেগে আছে কি না।

অনেকে এও বলে থাকেন, ওই দিন রাতে যে ব্যক্তি জেগে থাকেন এবং পাশা খেলেন তাঁকে লক্ষ্মীদেবী নাকি ধনসম্পদ উজাড় করে দেন আর সেটা পাওয়ার জন্যই গৃহস্থদের ভক্তিপূর্ণ চিত্তে লক্ষ্মীপুজো করার পরে প্রথমে শিশু, পরে বালক এবং বৃদ্ধদের পেট পুরে খাওয়াতে হয়।

তাই আজও ধনসম্পদের দেবী লক্ষ্মীকে পাওয়ার জন্য গৃহস্থেরা সারা রাত ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখেন। যাতে সেই আলো দেখে পথ চিনে গৃহস্থের বাড়িতে মা লক্ষ্মী আসতে পারেন। এই পুজোর দিন লক্ষ্মীকে আহ্বান করার জন্য বাংলার প্রতিটি ঘরে মুখরিত হয়ে ওঠে শঙ্খধ্বনি

বাংলায় শারদীয়া দুর্গোৎসবের পরে আশ্বিন মাসের শেষ পূর্ণিমা তিথিতে ধন, যশ, খ্যাতি, সুস্বাস্থ্য, সৌভাগ্য আর সমৃদ্ধির প্রতিক লক্ষ্মী দেবীর পুজো মূলত হয় প্রতিমা, সরা, নবপত্রিকা কিংবা কলা গাছের খোল দিয়ে তৈরি নৌকোয়। লক্ষ্মীর সরাও হয় নানা রকমের। যেমন — ঢাকাই সরা, ফরিদপুরি সরা, সুরেশ্বরী সরা এবং শান্তিপুরী সরা।

নদীয়া জেলার তাহেরপুর, নবদ্বীপ এবং উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চলে লক্ষ্মীর সরা আঁকা হয়। তবে আঞ্চল ভেদে লক্ষ্মীর সরায় তিন, পাঁচ, সাতটি মূর্তি আঁকা হয়। এতে থাকে লক্ষ্মী, জয়া বিজয়া-সহ রাধাকৃষ্ণ, সপরিবার দুর্গা ইত্যাদি।

ফরিদপুরের সরায় দেবদেবীরা সাধারণত একটি চৌখুপির মধ্যে থাকেন। আবার সুরেশ্বরী সরায় উপরের দিকে মহিষাসুরমর্দিনী আঁকা হয় আর নীচের দিকে থাকেন পেঁচা-সহ লক্ষ্মী।

এই কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর সঙ্গে যেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে আলপনা, তেমনি জড়িয়ে আছে কৃষি সমাজও।

অনেকেই সারা বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার লক্ষ্মী দেবীর আরাধনা করে থাকেন। এ ছাড়া শস্য সম্পদের দেবী বলে ভাদ্র সংক্রান্তি, পৌষ সংক্রান্তি, চৈত্র সংক্রান্তি এবং আশ্বিন পূর্ণিমা ও দীপাবলীতেও লক্ষ্মীর পুজো করা হয়। খারিফ শস্য ও রবি শস্য যে সময় হয়, ঠিক সেই সময় বাঙালি মেতে ওঠে লক্ষ্মীর পুজোয়। তবে পুজোর উপাচার পরিবর্তন হয় মাস ভেদে।

লক্ষ্মী পুজো করার জন্য লাগে —

১. ধানের শিস। ধানের শিস ছাড়া কোনও ভাবেই লক্ষ্মীপুজো সম্ভব নয়।
২. ধান ছাড়াও টাকা, স্বর্ণমুদ্রা, পান, কড়ি, হলুদ, পাঁচ কড়াই, ঘট, একসরা, আতপ চাল, দই, মধু, গব্যঘৃত, চিনি, চন্দ্রমালা এবং পূর্ণপাত্র ও হরিতকীর প্রয়োজন হয়।
৩. প্রয়োজন হয় কলার পেটো। কলার পেটো দিয়ে তৈরি নৌকাকে সপ্ততরী বলা হয়। এই তরীকে বাণিজ্যের নৌকা হিসাবে গণ্য করা হয়।
৪. লক্ষ্মী পুজোর ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরা দেবীকে খিচুড়ি ভোগ দেন আর অব্রাহ্মণরা লুচি এবং সুজি ভোগ দেন।
৫. লক্ষ্মী পুজোর আরও একটি বিশেষ উপাদান নাড়ু। নারকেল নাড়ু, তিলের নাড়ু, গুড়ের নাড়ু, পরবর্তিকালে খইয়ের নাড়ু, মুড়কির নাড়ু চিড়ের নাড়ু অর্পণ করা হয় দেবীর উদ্দেশ্যে। রসালো ফল লাগে পাঁচ রকমের।
৬. লাগে ধূপধানি, পঞ্চপ্রদীপ, প্রদীপ, কর্পূর, ধূপকাঠি, ধুনুচি, বেলপাতা, দূর্বা, ১টি ঘটাচ্ছাদন গামছা, ১টি কুশুহাঁড়ি, ১টি তেকাঠি, ১টি দর্পণ, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, ১টি সশিস ডাব, ৪টি তির, ফুল, দুর্বা ইত্যাদি লাগে।
৭. এ ছাড়াও দরকার হয় লক্ষ্মীকে তুষ্ট করতে লক্ষ্মীর শাড়ি, নারায়ণের ধুতি, পেচক পুজোর ধুতি, লোহা, শঙ্খ, সিঁদুরচুবড়ি, বালি, কাঠ, খোড়কে, ঘি এক পোয়া, হোমের জন্য ২৮টি বেলপাতা।

শুধু জিনিসপত্র হলেই হবে না। লক্ষ্মী হলেন আদিশক্তির সেই রূপ, যিনি বিশ্বকে বস্তুগত সুখ প্রদান করেন। শাস্ত্রমতে সমৃদ্ধি, অর্থ, দ্রব্য, রত্ন এবং ধাতুর অধিপতি এই দেবীকে বলা হয় লক্ষ্মী। শাস্ত্রজ্ঞরা বলেন, লক্ষ্মী লাভের কিছু উপায় আছে, যা করলে তিনি প্রসন্ন হন এবং তাঁর কৃপা বর্ষণ করেন। আর সেগুলো হল —

পুজোর সময় উত্তর দিকে মুখ করে হলুদ আসনে বসতে হয়। ন'টি তেলের বাতি জ্বালাতে হয়। তার পর একটি থালায় স্বস্তিক তৈরি করে পুজো করতে হয়। এর ফলে আর্থিক দিক থেকে অলৌকিক ফল পাওয়া যায়।

এ ছাড়াও অর্থ সংকট থেকে মুক্তি পেতে, দেবীর পুজো করুন এবং প্রতিদিন পুজোর সময় দেবীর মূর্তির উপরে লবঙ্গ অর্পণ করুন।

লক্ষ্মী পুজোর দিন অবশ্যই লক্ষ্মী পাঁচালী পড়ুন এবং ১০৮ বার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করুন। লক্ষ্মী পুজোর দিন বাড়িতে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ স্থাপন করলে খুবই শুভ ফল লাভ করা যায়।

সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির দেবী শ্রীলক্ষ্মী। শ্রীবিষ্ণুর স্ত্রী। তাঁকে অচঞ্চল রাখতে*কোজাগরী*পূর্ণিমা তিথিতে পটের সামনে পাঁচটি কড়ি রেখে পুজো করে, সেই কড়ি সযত্নে আলমারিতে তুলে রাখলেও দারুণ ফল পাওয়া যায়।

কেউ কেউ ঘটে, কেউ কেউ পটে, আবার কেউ কেউ মূর্তি এনেও পুজো করেন। তবে পুজো যেভাবেই করুন না কেন, লক্ষ্মীপুজোর দিন এই নিয়মগুলি মেনে চলুন —
১ আমিষ পদ এড়িয়ে চলুন
২ মঙ্গলঘট পরিষ্কার জল দিয়ে ভরুন।
৩ ঘটের উপর নারকেল রাখতে হবে।
৪ ঘট লাল কাপড়ে মুড়ে রাখুন, লাল সুতো দিয়ে বেঁধে রাখুন।
৫ ঘটে আঁকুন স্বস্তিক চিহ্ন। এই চিহ্ন সমৃদ্ধির প্রতীক।
৬ ঘটের জলের মধ্যে চাল ও মুদ্রা রাখুন।
৭ মা লক্ষ্মী পুজোর সঙ্গে একই সঙ্গে নারায়ণও পুজো করুন। এর পাশাপাশি এই দিন লক্ষ্মী হিসেবে কল্পনা করে ছোট কোনও মেয়েকে তাঁর পছন্দের পাঁচ রকম জিনিস উপহার দিন। সম্ভব হলে বড়দেরও দিন। কারণ লক্ষ্মীপুজোয় দান-ধ্যানে করলে পুণ্যার্জন হয়। এই দিন গঙ্গাস্নানে পুণ্যলাভ হয়। বাড়ির সদর দরজায় মায়ের পদচিহ্ন আঁকাটাকেও শুভ মনে করা হয়।

এর পাশাপাশি মনে রাখতে হবে, রাতের আকাশে যখন উঁকি দেবে পূর্ণিমার চাঁদ, ঘরে ঘরে তখন বাজাতে হবে শাঁখ। সাধ্যমতো করতে হবে সমৃদ্ধির দেবীর পুজো। 'কঃ জাগর' শুনতে রাত জাগতে হবে। ভক্তদের বিশ্বাস, পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় যখন উদ্ভাসিত চরাচর, তখনই মা লক্ষ্মী পা রাখবেন মর্ত্যের মাটিতে। বিত্তশালী হবে ধরা!

এই পুজোয় কিন্তু পুরুষের চেয়ে মহিলাদেরই অগ্রাধিকার বেশি সন্ধ্যায় পুজো করে সারারাত জেগে থাকাই কোজাগরী-রীতি। তবে কোজাগরী লক্ষ্মীদেবীকে তুষ্ট করতে হলে ভক্তদের অবশ্যই উচ্চারণ করতে হবে কিছু মন্ত্র আর সেগুলো হল —

লক্ষ্মী পুজোর পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র

নমস্তে সর্বদেবানাং বরদাসি হরিপরিয়ে।*
যা গতিস্তং প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্বদর্চবাৎ।।*

লক্ষ্মী পুজো প্রণাম মন্ত্র

ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।*
সর্বতঃ পাহি মাং দেবী মহালক্ষ্মী...*

লক্ষ্মী পুজো স্তব

ওঁ ত্রৈলোক্য পূজিতে দেবী কমলে বিষ্ণুবল্লভে।
যথা ত্বং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা।।
ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশ্চলা ভূতি হরিপ্রিয়া।
পদ্মা -পদ্মালয়া সম্পদপ্রদা শ্রীঃ পদ্মাধারিণী। দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সম্পূজ্য যঃ পঠেৎ।
স্থিরা লক্ষ্মীভবেত্তস্য পুত্রদারদিভিঃ সহ।।

অন্য দিকে, এই কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর রাতেই আগেকার দিনে গ্রাম বাংলায় গৃহস্থ বাড়িতে চুরি করা নাকি চোরেদের কাছে ছিল বিশেষ সম্মানের। এদিন পূর্ণিমায় আলোয় যেহেতু ভেসে যায় চারদিক। সেই জোত্স্নার আলোয় জেগে থাকা গৃহস্থের চোখকে ফাঁকি দিয়ে চুরি করতে পারলে সেই চোরের সম্মান নাকি বেড়ে যেত অনেকটাই। তাই গ্রাম বাংলার পুরনো উপকথা অনুসারে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো শুধু গৃহস্থ নয়, চোরেদের কাছেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন।

ইরান-ইজরায়েলের লড়াই

যুধিষ্ঠির

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের প্রায় এক বছর হয়ে গেল, থেমে যাওয়ার বদলে বেড়েই যাচ্ছে। আগে ইসরাইলের সঙ্গে হামাসের যুদ্ধ হচ্ছিল, এখন ক্রমে লেবানন ভিত্তিক হিজবুল্লা, ইয়েমেন ভিত্তিক হুথি, এমনকি পরমানু শক্তিধর ইরানেরও এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মেই অনেকের কপালে ভাঁজ ফেলেছে। বিশ্বের বৃহত্তম তিন পরাশক্তি রাশিয়া, আমেরিকা এবং চীন এখন পর্যন্ত সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে নেমে পড়ার কোনও ইঙ্গিত দেয়নি। এমনি পুতিন সাহেব যথেষ্ট যুদ্ধবাজ হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়া ব্যস্ত আছে ইউক্রেন নিয়ে, আর বাকি দুই পরাশক্তি সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার মুডে আছে বলে মনে হয় না। মনে হচ্ছে এযাত্রা আমরা বিশ্বযুদ্ধ এড়িয়ে গেলাম।

এই যুদ্ধ শুরুর জন্য কিন্তু দায়ী করা যায় হামাসকে (প্যালেস্টাইনের বৃহত্তম জঙ্গি গোষ্ঠী)। কারণ এখন মধ্যপ্রাচ্যে সরাসরি যুদ্ধের নাম গন্ধ ছিল না (ঠান্ডা লড়াই অনেকদিন ধরে চলছে)। হঠাৎই ইসরাইলের উৎসব চলাকালীন (অর্থাৎ ইসরাইলের অসুরক্ষিত মূহুর্তে) বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো ইসরাইলকে আক্রমণ করে প্রচুর মানুষকে মেরে ফেলে সেই সঙ্গে প্রচুর মানুষকে ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল কিনা জানা নেই। শোনা যায় প্রায় শ'খানেক ইসরাইলের বাসিন্দা এই মূহুর্তে বন্দি রয়েছেন প্যালেস্টাইনে হামাসের হাতে। একেই হয়তো বলে চুলকে ঘা করা। হয়তো নিরপেক্ষ কিছু দেশের মধ্যস্থতায় একটা আলোচনা হলে যুদ্ধটা এড়ানো যেত। এখন, হামাসের আক্রমণের কারণে ইসরাইলের তরফে তাদের নিজেদের দেশের মানুষের নিরাপত্তার কথা ভেবে (অথবা অজুহাত দিয়ে) যুদ্ধের রাস্তায় নামা মোটেই অসম্ভব ছিল না। অতএব যুদ্ধ। মনে হয় যতদিন পর্যন্ত হামাসের হাতে বন্দি হয়ে থাকা একশ জন ইসরাইলিকে মুক্ত করে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে, ততদিন কিন্তু এই উত্তেজনা কমানো যাবে না। অপরদিকে এও শোনা যায় বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর জনপ্রিয়তাও নাকি এখন আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। অতএব হাতে রইল যুদ্ধ।

একটা কথা বলতে চাই এই ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল খেলে দিল কিন্তু আমেরিকা। আমেরিকা পরিষ্কার করে বলে দিল, ইসরাইল যদি ইরানে পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করে তবে আমেরিকা ইসরাইলকে ছাড়বে না। মনে হয় এই বিবৃতির দুটো দিক আছে। প্রথমত ইরানকে বুঝিয়ে দেওয়া হল ইসরাইলের কাছেও পারমাণবিক বোমা আছে। আবার অন্য দিকে ইসরাইলকেও ভরসা দেওয়া হল, ইসরাইল এই যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র বাদ দিয়ে অন্য কোনও অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে। স্বীকার করে নিতে হবে আমেরিকা আর ইরান দীর্ঘদিন ধরেই পরস্পরের ঘোর শত্রু (সেই আশির দশকে শাহ জমানার শেষ হওয়ার পর থেকে)। অন্য দিকে আমেরিকার সাথে ইসরাইলের সখ্যতাও অস্বীকার করার উপায় নেই। এর পিছনে আমেরিকায় ইহুদি লবির প্রভাব ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের ওপর আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্টর। সম্প্রতি শোনা গেল আমেরিকার একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা নাকি এও বলেছেন, ইসরাইলের উচিত ইরানের তৈলক্ষেত্রে আঘাত হানা। যদি এই কথা সত্যি হয়, তবে বলতে হবে তাঁরা রাজনৈতিক পরিপক্কতার বিশেষ পরিচয় কিন্তু দেন নি।

আবার পয়লা অক্টোবর তারিখে ইসরাইলের ওপর প্রায় দু'শো হাইপারসনিক মিসাইল নিক্ষেপ করার পরে ইরানের তরফ থেকে এমন কিছু অবাক করা আচরণ দেখা গেল যেগুলোর কারণ ব্যাখ্যা দেওয়া কার্যত অসম্ভব। প্রথমত তাঁরা ভারতের কাছে বার্তা পাঠালেন, ভারত যেন মধ্যপ্রাচ্যের এই যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়ার জন্য ইসরাইলের সঙ্গে আলোচনা করে (নিজেরাই মিসাইল নিক্ষেপ করে তারপর যুদ্ধ থামানোর ইচ্ছা প্রকাশ)। আবার ইদানিং শোনা গেল, মধ্যপ্রাচ্যে একটা মাঝারি মাপের ভূমিকম্প হয়ে গেছে যার কম্পন নাকি ইসরাইলের রাজধানী তেল আভিভ থেকেও অনুভূত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন মাটির নীচে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটলে এই ধরনের ভূমিকম্প হওয়া সম্ভব। মনে হয় ইরান সত্যিই ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে (সম্ভবত ইসরাইলকে হুঁশিয়ার করতেই)। দেখুন, ইরান কিন্তু সরাসরি যুদ্ধ করছিল না, বা আক্রান্তও হয় নি। সরকারিভাবে যুদ্ধ হচ্ছিল ইসরাইলের সঙ্গে কয়েকটা জঙ্গি গোষ্ঠীর। এখন, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হলে স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীর অনেক দেশের সমর্থন বা সহযোগিতা লাভ করার যথেষ্ট সম্ভবনা থাকে। কারণ বর্তমান দুনিয়ায় জঙ্গি সমস্যা একটা জ্বলন্ত সমস্যা। কিন্তু কোনও দেশ যদি আক্রান্ত হয় তবে একটা আন্তর্জাতিক ইস্যু তৈরি হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে, এতে ঝুঁকি অনেক বেশি। পৃথিবীর বহু দেশের সহানুভূতির হাওয়া উল্টো দিকে চলে যাওয়ার সম্ভবনা ষোল আনা। দেখে শুনে মনে হয় ইসরাইলে মিসাইল হামলা করার পর ইরান ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না, সিদ্ধান্তটা হঠকারি হয়ে গেল কিনা। আবার ইসরাইলের শক্তির ব্যাপারেও সবাই ওয়াকিবহাল, তাই এই রকম কান্ড। এবার ভারতের কথায় আসা যাক। ভারতের বন্ধুর তালিকায় কিন্তু ইরান এবং ইসরাইল দুই দেশই রয়েছে, তাই কোনও একটি দেশকে সমর্থন ভারত কোনও মতেই করতে পারবে না। তাই এই যুদ্ধের ফলে ভারত একটু অস্বস্তিতে পড়েছে তাতে কিন্তু কোনও সন্দেহ নেই। কারণ কারগিল যুদ্ধের সময় ইসরাইল ভারতকে প্রভূত সাহায্য করেছিল, সেটা ভোলা সম্ভব না। অন্য দিকে আমেরিকা সহ বিভিন্ন পশ্চিমা দেশ যখন ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে ইরানকে ভাতে মারার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, তখন ভারত সেই নিষেধাজ্ঞাকে পাশ কাটিয়ে ওষুধ আর খাদ্যশস্যের বিনিময়ে ইরান থেকে তেল কিনে ইরানকে অর্থনৈতিকভাবে রক্ষা করেছিল। সেটা হয়তো ইরানও ভুলবে না। আবার চীন পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোরের সঙ্গে টক্কর দিতে ভারত ইরানের চাবাহার বন্দরের উন্নতির জন্য প্রচুর টাকা খরচ করেছে। দেখা গেল ইরান বনাম ইসরাইলের লড়াই শুরু হওয়ার পরে ভারত ইরানের উদ্দেশ্যে তিনটি রণতরী পাঠিয়ে দিয়েছে। রণতরীগুলো মনে হয় চাবাহার বন্দরেই দাঁড়িয়ে থাকবে আর সেই জন্য চাবাহার বন্দর ইসরাইলের আক্রমণের হাত থেকে বেঁচে যাবে। তবে একথা অনস্বীকার্য ভারত কোনও অবস্থাতেই যুদ্ধের আগুনে ঘৃতাহুতি দেবে না। কারণ আমাদের নীতি যুদ্ধের কথা বলে না, বলে উন্নতির কথা।

আনন্দকথা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কীর্তনানন্দে নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে — নরেন্দ্রকে প্রেমালিঙ্গন

বৈকাল হইয়াছে — নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন — রাখাল, লাটু, মাস্টার, নরেন্দ্রের ব্রাহ্মবন্ধু প্রিয়, হাজরা — সকলে আছেন।

নরেন্দ্র কীর্তন গাহিলেন, খোল বাজিতে লাগিল ঃ

চিন্তয় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন;
কিবা অনুপম ভাতি, মোহন মূরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন।
নবরাগে রঞ্জিত, কোটি শশী-বিনিন্দিত,
(কিবা) বিজলি চমকে, সেরূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীব।
হৃদি-কমলাসনে ভাব তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেমনয়নে, অপরূপ প্রিয়দর্শন।
চিদানন্দরসে, ভক্তিযোগাবেশে, হও রে চিরমগন।

নরেন্দ্র আবার গাহিলেন ঃ

(১) সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদি মন্দিরে।
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে।
(সেদিন কবে হবে) (দীনজনের ভাগ্যে নাথ)।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে হাত ভাঙল দুর্গার, আহত দু’পক্ষে অন্তত ১০

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: সোমবার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের চন্দ্রডাঙা গ্রামের মিতালি সংঘ যোল আনার দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনের কর্মসূচি ছিল। দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে এই পুজোটি চালিয়ে আসছেন গ্রামের চাষি সম্প্রদায়ের লোকেরা। কর্মসূচি মতো দুর্গা প্রতিমা ট্রাক্টরের চাপানো হয়েছিল, গ্রামবাসীদের একাংশের অভিযোগ, ঠিক সেই মুহূর্তে জনাকয়েক দুষ্কৃতী এসে যোলআনা দুর্গাপুজো কমিটির লোকেদের ওপর হামলা চালায়। দু’পক্ষের ঝামেলায় দুর্গা প্রতিমার হাত ভেঙে যায় বলে অভিযোগ। পাশাপাশি দু’পক্ষের সংঘর্ষে উভয়পক্ষের ১০ জনের অধিক আহত বলেও জানা যায়। ঘটনায় উত্তেজনা বাড়ায় ঘটনাস্থলে

নামানো হয় প্রচুর পুলিশ বাহিনী। ঘটনাটি ঘটে সোমবার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের চন্দ্রডাঙা গ্রামে দুপুর আড়াইটা নাগাদ।

স্থানীয় বাসিন্দা রাহুল পাল ও আনন্দ পালরা জানান, প্রতিমার নিরঞ্জন কর্মসূচি মতো তাঁরা প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, দুর্গা প্রতিমা গাড়িতে চাপানো হচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে এলাকারই বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী মধ্যম অবস্থায় এসে তাদের ওপর হামলা চালায় ভাঙচুর করা হয় প্রতিমাও বলে অভিযোগ। দু’পক্ষের সংঘর্ষে যোল আনার পক্ষের উদয় কুমার ঘোষ নামে ব্যক্তি গুরুতর আহত অবস্থায় দুর্গাপুরে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনায় দু’পক্ষেরই দশজনের অধিক আহত বলে জানা যায়। সোমবারের ঘটনায় উত্তেজনা থাকায় মঙ্গলবার পর্যন্ত এলাকায় রয়েছে পুলিশ পিকেট।

সূত্র মারফৎ জানা যায়, সংঘর্ষে জড়িত গ্রামের এই দু’পক্ষই শাসকদলের কর্মী সমর্থক। পাশাপাশি যোল আনা তথা মিতালি সংঘের পুজো কমিটির তরফে অভিযোগ, তাদের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত রয়েছে গোগলা পঞ্চায়েতের এক সদস্যার স্বামী। যদিও এই ব্যাপারে শাসকদলের তরফে কেউ মুখ খুলতে নারাজ।

নদীতে তলিয়ে কিশোরের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: মঙ্গলবার সাঁকরাইল ব্লকের নয়াগা এলাকায় নদীতে তলিয়ে রাহুল মাইতি নামে ১৪ বছরের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। রাহুল এদিন দুপুর নাগাদ তার দাদা বিশালের সঙ্গে বনপুরা এলাকায় ডলুং নদীতে স্নান করতে নামে। এরপর জলের তোড়ে দু’জনেই তলিয়ে যেতে থাকে। বিশাল কোনও রকমে ওপরে ওঠার পর রাহুলকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেনি। নদীর জলে তলিয়ে যায় রাহুল। স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে দীর্ঘক্ষণ খোঁজার পর রাহুলের দেহ উদ্ধার করেন। ভাঙাগড় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা রাহুলকে মৃত ঘোষণা করেন। জানা গিয়েছে, রাহুল বাইরে পড়াশোনা করত। পুজোর ছুটিতে বাড়ি এসেছিল।

বিধায়ক ও নিরাপত্তা কর্মীদের ওপর বিজেপির হামলায় ক্ষোভ তৃণমূলের

গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়কের গাড়ির ওপর বিজেপি নেতা কর্মীদের হামলার জেরে হাসনাবাদ থানার সামনে তৃণমূলের প্রতিবাদ বিক্ষোভ। বিধায়কের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অর্জুন দাস ও সঞ্জয় দাস নামে দুই বিজেপি কর্মীকে গ্রেপ্তার করল হাসনাবাদ থানার পুলিশ। অন্যদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

এই প্রসঙ্গে বিধায়ক অভিযোগ করেন, উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত হাসনাবাদে ইছামতী নদীতে বিজয়া দশমীতে সামিল হতে গিয়েছিলেন বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়। কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে গাড়ির ওপর হামলা চালায় বিজেপি মহিলা কাউন্সিলর উমা মণ্ডল, কাউন্সিলরের স্বামী অরবিন্দু মণ্ডল ও কাউন্সিলের মেয়ে সহ একাধিক বিজেপি কর্মী সমর্থক। এমনকি বিজেপি নেত্রীর মেয়ে বিধায়কের গাড়ির বেয়নেটের ওপর উঠে অশালীন আচরণ করে।

প্রতিবাদে সোমবার সন্ধ্যাবেলায় হাসনাবাদ থানার সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল নেতাকর্মী সমর্থকরা। বিক্ষোভের পর হাসনাবাদ থানায় ৬ জনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে হাসনাবাদ থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে সোমবার রাতে দু’জনকে গ্রেপ্তার করেছে হাসনাবাদ থানার পুলিশ, তাদেরকে মঙ্গলবার বসিরহাট মহাকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতে নির্দেশ দেন। এই নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক বলেন, ‘একটি সর্বভারতীয় দলের কাউন্সিল ও তাঁর পরিবার সহ দলীয় কর্মীরা যে অশালীন আচরণ করেছেন তা বাংলার সংস্কৃতি নয়। এর থেকেই বোঝা যায় বিজেপি দলকে কেন বাংলার মানুষ বারবার প্রত্যাখ্যান করেছে। এরা যদি বাংলার ক্ষমতায় আসে তবে বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতি বলে আর কিছুই থাকবে না। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। আমাদের বিশ্বাস অভিযুক্তরা যোগ্য সাজা পাবে।’

জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনে পাশে থাকার বার্তা নাগরিক সমাজের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনে পাশে থাকার বার্তা নাগরিক সমাজের। মঙ্গলবার সব বয়সের মানুষকেই বালুরঘাটে এই প্রতীকী অনশনে সামিল হতে দেখা যায়।

জানা গিয়েছে, তিলোত্তমার খুনিদের শাস্তি সহ আরও ১০ দফা দাবিতে জুনিয়র চিকিৎসকরা ধর্মতলায় আমরণ অনশন করছেন। তাঁদের প্রতি সংগতি জানিয়ে বালুরঘাটে নাগরিক সমাজের ডাকে এই ১২ ঘণ্টার প্রতীকী অনশন চলছে। এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে অবস্থিত জেলা মিউজিয়ামের বিপরীতে ১২ ঘণ্টা প্রতিটি অনশনে সামিল হয় নাগরিক সমাজ। সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া এই প্রতীকী অনশন চলবে রাত দশটা পর্যন্ত।

এ বিষয়ে প্রতীকী অনশনের সামিল এক প্রতিবাদী জানান, ‘আরজি করের ঘটনার পর থেকেই আমরা আন্দোলনে নেমেছিলাম বিভিন্ন সময়। কিন্তু তারপরেও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নারী নির্যাতনের ঘটনা সামনে আসছে। ৮ থেকে ৮০ কেউই এই বাংলায় নিরাপদ নয়। তাই আমরা ঠিক করেছি যতদিন পর্যন্ত না অভয়া ন্যায় বিচার পাচ্ছে, ততদিন এই প্রতিবাদ আমাদের চলবে।’

দুঃসাহসিক চুরি, চাঞ্চল্য কাঁকসায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল কাঁকসার বামুনারা এলাকার দুটি বহু তল আবাসনে। দু’টি আবাসনের ৩টি ফ্লোরে দরজার তালা ভেঙে লক্ষাধিক টাকার গয়না সহ নগদ টাকা চুরি করে দুষ্কৃতীর দল। মঙ্গলবার সকালে বহুতল আবাসনের বাসিন্দারা চুরির ঘটনার খবর পান। এরপরেই তারা কাঁকসা থানার পুলিশকে খবর দিলে কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করে।

আবাসনের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সোমবার গভীর রাতে এই চুরির ঘটনা ঘটেছে। একদল দুষ্কৃতী আবাসনে ঢুকে ৩টি ফ্ল্যাটের দরজার তালা ভেঙে ঘরের ভিতরে ঢুকে ঘরের সমস্ত আলমারি খুলে তছনছ করে আলমারি থেকে নগদ টাকা সহ সোনার গয়না চুরি করে নিয়ে যায়। যে ফ্ল্যাট গুলোতে চুরি হয় সেই ফ্ল্যাটে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়েই আবাসনে ঢোকে দুষ্কৃতীর দল। মঙ্গলবার সকালে আবাসনের বাসিন্দারা লক্ষ্য করেন দরজার তালা ভাঙা। এরপরেই ওই ফ্ল্যাটের মালিকদের খবর দেওয়া হয় ও পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। আবাসনের ভেতরে কিভাবে দুষ্কৃতীদের দল ঢুকল সেই নিয়ে আবাসনের নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সেখানকার বাসিন্দারা। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কাঁকসা থানার পুলিশ।

SBI | এসবিআই আর অ্যান্ড ডিবি আরএসিসি বসিরহাট শাখা (৬২৯৮৪) ইটিন্দা রোড, বসিরহাট, পো. এবং থানা - বসিরহাট, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৪১১, ইমেল - sbi.62984@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV (রুল-৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০১.০৮.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **টি কে এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী তাঞ্জিলা বিবি, স্বামী আবদুস সামাদ মন্ডল, গ্রাম - নালকোরা মাঝেরপাড়া, পো-কার নালকোরা, থানা - বসিরহাট, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন নং - ৭৪৩৪১২, পশ্চিমবঙ্গ** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৮,০৬,৭৮১ টাকা (আঠার লাখ ছয় হাজার সাতশ একাশি টাকা) পুঞ্জীভূত সুদ ৮২,২৬৭ টাকা (বিরাশি হাজার দুশো সাতষট্টি টাকা) মোট বকেয়া ১৮,৮৯,০৪৮ টাকা (আঠার লাখ উননব্বই হাজার আটচল্লিশ টাকা) ৩১.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০১.০৮.২০২৪ থেকে সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/ কর্পোরেট জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৫ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/কর্পোরেট জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **১৮,০৬,৭৮১ টাকা (আঠার লাখ ছয় হাজার সাতশ একাশি টাকা) পুঞ্জীভূত সুদ ৮২,২৬৭ টাকা (বিরাশি হাজার দুশো সাতষট্টি টাকা) মোট বকেয়া ১৮,৮৯,০৪৮ টাকা (আঠার লাখ উননব্বই হাজার আটচল্লিশ টাকা) এবং ০১.০৮.২০২৪ থেকে** পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

স্বত্বাধিকারী : তাঞ্জিলা বিবি, স্বামী আবদুস সামাদ মন্ডল, গ্রাম : নালকোরা মাঝেরপাড়া, পো: কর নালকোরা, থানা : বসিরহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৪১২, পশ্চিমবঙ্গ।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক ৩ শতক ১.৮১৮ কাঠা, এবং তদস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন মৌজা : ১২৩ নালকোরা, জেএলনং ১২৩, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৭৮৭, এলআর খতিয়ান নং ৮৪৫১, ওয়ার্ড ০২, হোল্ডিং নং ৯৬/১৮৩/১, বসিরহাট পুরসভা অধীন, দলিল নং ১-৮৪৪৭/২০১৬৯ এবং ১-৮৯১৯ -২০১৬ সালের, পো : কর নালকোরা, থানা : বসিরহাট, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৪১২, পশ্চিমবঙ্গ।
চৌহদ্দি : **উত্তরে :** খালি জমি, **দক্ষিণে :** ১২ ফুট চওড়া সড়ক, **পূর্বে :** খালি জমি, **পশ্চিমে :** খালি জমি।

তারিখ - ১৫.১০.২০২৪, স্থান - বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়

বোড়হল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজিঃ নং-১৩৪, তারিখ-৩০/৯/১৯৬৩ গ্রাম-বোড়হল (জঙ্গলসুফী), পোঃ-সাতগড়া, হুগলী
Mob.-9647519335 (E-mail id:borhalskusltd@gmail.com)

** বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি **

এতদ্বারা অত্র সমিতির সদস্য ও সদস্যাগণকে জানানো যাইতেছে যে, সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য / সদস্যা নির্বাচনের জন্য আগামী ইং ২৪/১১/২০২৪ তারিখ রবিবার (বাংলা ৮ই অগ্রাহায়ণ ১৪৩১) ভোট গ্রহণ করা হইবে। নির্বাচন ক্ষেত্র ও পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য / সদস্যা সংখ্যার তালিকা বিজ্ঞাপ্তির সহিত দেওয়া হইল। সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া পঃ বঃ সমবায় আইন ২০০৬, পঃ বঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১। তৎসংক্রান্ত সংশোধনী এবং সমবায় নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ এর প্রনিয়ম অনুযায়ী সংঘটিত হইবে। নির্বাচনী নির্ঘণ্ট বিজ্ঞপ্তির সহিত সংযোজিত হইল। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া ভোটদানের জন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে। ধন্যবাদান্তে- ইন্দ্রনীল মোহান্ত (সমবায় পরিদর্শক জাঙ্গিপাড়া ব্লক)। স্থান-বোড়হল, তাং-০৪.১০.২০২৪।

** পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য / সদস্যা সংখ্যা ও ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের তালিকা **

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচক	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য / সদস্যা সংখ্যা	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নাম
১	সমিতির চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ভুক্ত সদস্য ও সদস্যাগণ	সাধারণ-৬ জন, মহিলা সংরক্ষিত- ২ জন তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি সংরক্ষিত-১ জন	সমিতির কার্যালয়

** বিশেষ দ্রষ্টব্য **

১। নির্বাচনে প্রার্থী হইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ এবং নিয়মাবলী ২০১১ মোতাবেক যোগ্যতাবলী থাকিতে হইবে, ২। প্রার্থী প্রার্থীর প্রস্তাবক ও সমর্থক -এর নাম ভোটার তালিকায় থাকিতে হইবে, ৩। ভোটারকে তাহার পরিচয় প্রমাণ করিবার জন্য ভারতীয় নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত প্রমাণ পত্র ভোটদানের জন্য প্রয়োজনে দেখাইতে হইবে। সমিতির কিষান ক্রেডিট কার্ড (ছবিযুক্ত) গ্রাহ্য, ৪। ভোটারকে প্রদত্ত নির্দিষ্ট সরঞ্জাম দিয়াই ভোটপত্রে ভোট দিতে হইবে, ৫। প্রার্থীর অনুপস্থিতিতে মনোনয়ন পত্র গ্রহণ, জমা দেওয়া, পরীক্ষা ইত্যাদি প্রার্থী কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত নির্বাচনী এজেন্ট করিতে পারিবেন। নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগের নির্দিষ্ট ফর্ম সমিতি হইতে পাওয়া যাইবে, ৬। কো-অপারেটিভ ইলেকশন কমিশন, পঃবঃ এর প্রনিয়ম ইলেকশন এজেন্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ৭। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় রিটার্নিং অফিসার/ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে, ৮। ভোটার সর্বাধিক তার নির্বাচন ক্ষেত্রের প্রতিনিধি সংখ্যার সমান ভোট দিতে পারবেন। স্বাক্ষর- ইন্দ্রজিৎ ঘোষ (অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার বোড়হল কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ), স্বাক্ষর- ইন্দ্রনীল মোহান্ত (অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার বোড়হল কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ)।

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান
১	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	২৭/০৯/২০২৪	বৈকাল ৪ টা	সমিতির অফিসগৃহ
২	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য / সদস্যা নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র বিলি	২২/১০/২০২৪ হইতে ২৩/১০/২০২৪	বেলা ১২টা হইতে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিসগৃহ
৩	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য / সদস্যা নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র জমা	২২/১০/২০২৪ হইতে ২৩/১০/২০২৪	বেলা ১২টা হইতে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিসগৃহ
৪	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	২৫/১০/২০২৪	দুপুর ২টা হইতে	সমিতির অফিসগৃহ
৫	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	২৫/১০/২০২৪	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার পর	সমিতির অফিসগৃহ
৬	মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার	২৬/১০/২০২৪	দুপুর ৩টার পূর্বে	সমিতির অফিসগৃহ
৭	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২৬/১০/২০২৪	দুপুর ৩টার পরে	সমিতির অফিসগৃহ
৮	প্রার্থীদের সহিত সভা (প্রয়োজন থাকিলে)	০৫/১১/২০২৪	দুপুর ৩টা	সমিতির অফিসগৃহ
৯	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য / সদস্যা নির্বাচনের তারিখ	২৪/১১/২০২৪	বেলা ১২টা হইতে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে
১০	ভোট গণনা	২৪/১১/২০২৪	নির্বাচনের অবহিত পরে	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে
১১	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য / সদস্যা নির্বাচনের ফল প্রকাশ	২৪/১১/২০২৪	ভোট গণনার অবহিত পরে	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে

স্বাক্ষর- ইন্দ্রজিৎ ঘোষ (অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার বোড়হল কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ),
স্বাক্ষর- ইন্দ্রনীল মোহান্ত (অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার বোড়হল কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ)।

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে, এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনানাস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **‘‘যেখানে যেমন ভিত্তিতে’’ এবং ‘‘যেখানে যেমন অবস্থায় আছে’’** এমন অবস্থায় **‘‘পাবলিক অকশন’’** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর (গুলি)	শারীরিক দখল নেওয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	সর্বমোট বকেয়া আছে 12.10.2024 অনুসারে	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1) অমূল্যরতন পাণ্ডা 2) মণিবালা পাণ্ডা 3) মেসার্স অভীক এন্টারপ্রাইস (সহ-ঋণগ্রহীতা) (ইহার মালিক অমূল্য পাণ্ডা মাধ্যমে)	**অনুসূচি-।** সমস্ত খণ্ড ও অংশ সম্পত্তির ঠিকানা : ‘‘দীপালি’’ হিসাবে পরিচিত G+4 আবাসনিক ইমারতের প্রায় 850 বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ আয়তন পরিমাপের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে (5 বছরের পুরনো), একটা সেল্ফ কন্টেণ্ড, ইনডিপেণ্ডেন্ট, ভিট্রিফাইড টাইলস ফিনিশড আবাসনিক ফ্ল্যাট নং G-1 আছে এবং যেটা অবস্থিত এখানে - প্লট নং 31, কালিন্দী হাউসিং স্কীম, থানা লেকটাউন, কোলকাতা 700089, হোল্ডিং নং বি-24, কোলকাতা-যশোর রোড, কালিন্দী - বি, সার্কেল নং IV, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 19, মৌজা কালিদহ, এ.ডি.এস.আর. বিধাননগর, সল্টলেক সিটি, কোলকাতা, যেটা দক্ষিণ দমদম পৌরসভার পৌরসভা সীমার মধ্যেই, জেলা - উত্তর 24 পরগণা, যা একত্রে অবিভক্ত, নিরপেক্ষ আনুপাতিক জমির ভাগীদারি। জমির সীমানা: উত্তর - প্লট নং 25; দক্ষিণ - পৌরসভার 30 ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্ব - প্লট নং 32; পশ্চিম - প্লট নং 30	KOLHL18000141 KOLHL19000254 H047140711220944 52 KOLHL18000143	01/10/2024	টাঃ 2,73,700/-	টাঃ 33,55,005.47/-	টাঃ 27,37,000/-	আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ সমস্ত কাজের দিন সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা 30 পর্যন্ত	22.11.2024 থেকে বেলা 12টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/ - এ SARFAESI আইনের বর্ধনের অধ নে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোড়ে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **‘‘যেখানে যেমন ভিত্তিতে’’ এবং ‘‘যেখানে যেমন অবস্থায় আছে’’** এমন অবস্থায়।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **21/11/2024**-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. ‘‘এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড’’-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **22/11/2024**-তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **23/11/2024**, যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনুসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শনের জন্য বা আরও তথ্য জানার জন্য, সম্ভাব্য দরদাতা অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন যার **নাম - আশীষ সাহা, যোগাযোগ নং. 9800868054 এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, 15তম তলা, PS সৃজন টেক পার্ক, প্লট 52, ব্লক DN, সল্টলেক সেক্টর V, কলকাতা 700091, পশ্চিমবঙ্গ এবং সন্তোষ তিওয়ারি, যোগাযোগ নং. 992068054, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, অফিস: 6ষ্ঠ তলা, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই - 400 098.** ই-অকশনের যে-কোনও স্তরে অনুমোদিত আধিকারিক নিলামটি বা অফার টি স্বীকার করতে বা প্রত্যাখান করতে বা সংশোধন করতে বা বাতিল করতে বা স্থগিত রাখতে পারেন ই-অকশন কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং কোনও পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিষ্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

তারিখ: 16.10.2024
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

SBI | স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - সংঘমিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, ই-মেল আইডি -sanghamitra.gutpa@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭৪১৯১৮

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) এবং তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব/প্রতীকী দখলীকৃত** এবং **‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ০৮.১১.২০২৪ (ক্রম নং ১)
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১৯.১১.২০২৪ (ক্রম নং ২)
নিলামের সময় - বেলা ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পদের বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ	নিলামর তারিখ এবং যোগাযোগের ব্যক্তি
১	**ঋণগ্রহীতা : নির্মল চক্রবর্তী, ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৪সি, ৫মতলে, হোমগ্রিন অ্যাপার্টমেন্ট নং ৩, দেশবন্ধু সরণি, পো : ঘোষপাড়া, থানা : নিশ্চিন্দা, হাওড়া : ৭১১২২৭, **এবং নির্মল চক্রবর্তী,** প্রযত্নে রত্নাকর প্রধান, মাকাংগেশ্বরী কালী মন্দিরের নিকট, পো : ঘোষপাড়া, থানা : নিশ্চিন্দা, হাওড়া : ৭১১২২৭, **এবং নির্মল চক্রবর্তী** প্রযত্নে মন্মথ নাথ সরকার, **ঠিকানা :** বালি রামচন্দ্রপুর, দুর্গাপুর, থানা : নিশ্চিন্দা, হাওড়া : ৭১১২০৫।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ দক্ষিণ পূর্ব দিকে বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪সি, পরিমাণ ৭২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ দুই বেড রুম, এক হল তথা ডাইনিং স্পেস, এক খোলা কিচেন, এক টয়লেট এবং এক ব্যালকনি ৫মতলে, জি-৪তলা ‘‘হোম গ্রিন অ্যাপার্টমেন্ট -৩’’ নামে ভবনে অবস্থিত মৌজা : বালি,আরএস খতিয়ান নং ৪১৪৮, আরএস দাগ নং ৭৫৪২, থানা: নিশ্চিন্দা (পূর্বতন বালি), জেলা: হাওড়া,পিননং : ৭১১২০৫, স্থানীয় নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, (লিফট সুবিধা সহ) অধিক্ষেত্র জেলা রেজিস্ট্রার এবং অ্যাডিশনাল জেলা সাব রেজিস্ট্রার হাওড়া, এবং অবিভক্ত বাস্তু জমির যথাযথ ভাগ অংশ পরিমাণ ৭ শতক তদস্থিত জি-৪তলা ‘‘হোম গ্রিন অ্যাপার্টমেন্ট-৩’’ নামে ভবন রেজিস্ট্রিকৃত নির্মল চক্রবর্তীর নামে দলিল নং ০৫০১০৯৭৮২-২০১৭ সালের নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০১-২০১৭, পৃষ্ঠা ২৬৮৭৩১ থেকে ২৬৮৭৭০। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ৪ডি, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পূর্বে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে : চাতাল, সিঁড়ি এবং লিফট। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের দখলীকৃত।**	২১,৭৯,৯৯০.০০ টাকা (একুশ লাখ উনআশি হাজার নশো নব্বই টাকা) ২৯.১০.২০২১ অনুযায়ী এছাড়াও আপনি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তির হারে ভবিষ্যতের সুদ দিতেও দায়বদ্ধ।	ক) ১৫,২৭,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫২,৭০০.০০ টাকা গ) ১৫,০০০.০০ টাকা	নিলামের তারিখ ০৮.১১.২০২৪ এবং যোগাযোগ ব্যক্তি ৯৬৭৪৭৪১৯১৮ ৯৪৩৩০৯৬৫৬৬ — পর্যবেক্ষণের তারিখ ০১.১১.২০২৪ সময় ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত
২	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী রঞ্জিত কুমার সিং** পিতা শ্রী রামবাবু সিং, **ঠিকানা :** দুর্গা অ্যাপার্টমেন্ট, ৭/৩, রসময় বিশ্বাস রোড, (এ বি মডেল স্কুলের নিকট), পো : তালপুকুর, থানা : টিটাগড়, কলকাতা : ৭০০১২৩, **এবং** প্রমোদ ম্যানশন, ফ্ল্যাট নং ১ডি, ওয়ার্ড নং ১৮ (নতুন), উত্তর বারাকপুর পুরসভা, হোল্ডিং নং ৩০০,স্ট্র্যান্ড রোড, পো : নবাবগঞ্জ ইছাপুর, থানা : নোয়াপাড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৩২১৪৪, **এবং ঠিকানা :** মিঘটোন ডিস্ট্রিবিউটরস প্রা লি., ৬১/১, এস এন ব্যানার্জি রোড, মধুসূদন কমপ্লেক্স, ২য়তল, বারাকপুর চিড়িয়ামোড়ের নিকট,কলকাতা : ৭০০১২০।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ১ডি, দোতলায় বহুতল ‘‘ প্রমোথ ম্যানশন’’ নামক ভবনে পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৭২০ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯০০ বর্গফুট কমবেশি, ২ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং এবং ২ টয়লেট প্রিভি সহ, ১ ব্যালকনি এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ৫ কাঠা ৭ ছটাক ১৫ বর্গফুট, মৌজা : ইছাপুর, জেএল নং ৩, আরএস নং ৮৯, তৌজি নং ৬১৭,আরএস দাগ নং ৫১২০, ৫১১৯/৫৫৫৯ এবং ৫১১৯, এলআর দাগ নং ৮২৩৫, ৮২৩২ এবং ৮২৩৩, আরএস খতিয়ান নং ১২০৫, এবং ১৬৮৭, এলআর খতিয়ান নং ২২৬৯, ৮২৪০/১, ৩৬৩১, ৩৭১২, ৭৬১৮, ৭৬৯৫ স্থানীয় উত্তর বারাকপুর পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ১৮, (নতুন), হোল্ডিং নং ৩০০, স্ট্র্যান্ড রোড, থানা : নোয়াপাড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর বারাকপুর অধীন, পিন : ৭৪৩১৪৪, **জমির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া ময়রা পাড়া রোড, দক্ষিণে : দাগ নং ৫১১৭ এবং শিব পাত্রর ভবন, পূর্বে : তপন মির্ধার ভবন, পশ্চিমে : ২০ ফুট স্ট্র্যান্ড রোড। **সম্পত্তি শ্রী রঞ্জিত কুমার সিং , পিতা শ্রী রামবাবু সিং এর নামে, দলিল নং ১-১৫০৫০৭২৮৭-২০২২ সালের,নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫০৫-২০২২, পৃষ্ঠা ২০৭৮৬০ থেকে ২০৭৯০০, দলিল নং ১৫০৫০৭২৮৭- ২০২২ সালের, এডিএসআর বারাকপুর। সম্পত্তি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলীকৃত**	৩৯,২৮,৬৮৯.০০ টাকা (উনচল্লিশ লাখ আঠাশ হাজার ছশো উননব্বই টাকা) ০২.০৫.২০২৩ অনুযায়ী এছাড়াও আপনি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তির হারে ভবিষ্যতের সুদ দিতেও দায়বদ্ধ।	ক) ২৬,০৩,০০০.০০ টাকা খ) ২,৬০,৩০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা	নিলামের তারিখ ১৯.১১.২০২৪ এবং যোগাযোগ ব্যক্তি ৯৬৭৪৭৪১৯১৮ ৯৪৩৩০৯৬৫৬৬ — পর্যবেক্ষণের তারিখ ১২.১১.২০২৪ সময় ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১৬.১০.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

সিউড়িতে জেলা প্রশাসনের আয়োজন সার্কিট হাউস মোড়ে দুর্গাপুজোর কার্নিভাল

কার্নিভালে দুর্গা সাজে সজ্জিতা এক খুদেকে চকলেট দিচ্ছেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায় পাশে সহধর্মিনী সমাজসেবী ইন্দ্রানী রায় এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক।

দুর্গাপুজোর কার্নিভালে মহিলা ঢাকিদের ঢাক বাদ্য প্রদর্শন।

দুর্গাপুজোর কার্নিভাল এ রনপা ও রাইবেশে শিল্পীদের নৃত্য সহযোগে শোভাযাত্রা।

দুর্গাপুজোর কার্নিভালে মুখোশ নৃত্য সহযোগে 'মহিষাসুরমর্দিনী'।

দুর্গাপুজোর কার্নিভালে শোভাযাত্রায় দেবীপ্রতিমা।

কার্নিভালে সরকারি প্রকল্পের সুবিধার কথা তুলে ধরে প্রচার রবীন্দ্রপল্লী ঐক্য মহিলা পরিচালিত দুর্গা পুজো কমিটির।

দুর্গা পূজার কার্নিভালে রনং দেহি কালীর নৃত্য।

কার্নিভালে স্থানীয় শিল্পীদের নৃত্য প্রদর্শন।

কার্নিভালে বীরভূমের বাউলদের অংশগ্রহণ।

কার্নিভালে শোভাযাত্রায় বিসর্জনের সিন্দুর খেলা।

কার্নিভালে খোলবাদ্য ও কীর্তন গান।

রাত পোহালে লক্ষ্মীপুজো। সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকের পুরন্দরপুরে আদিরে পাড়া বিধান স্মৃতি সংঘের উদ্যোগে ২৫ ফুট উচ্চতার নারায়ণ এর সঙ্গে লক্ষ্মী প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে জোর কদমে।

প্রেরণা শারদ সম্মানে ভূষিত বীরভূমের কুড়িটি পুজো কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: হিরো ইন্টারন্যাশনাল সংবাদ সারাদিন 'প্রেরণা শারদ সম্মান ২০২৪' দেওয়া হয়েছে বীরভূমের কুড়িটি পুজো কমিটিকে। মিডিয়া পার্টনার 'একদিন পত্রিকা'র সহযোগিতায় বীরভূম জেলার অধিকাংশ পুজো প্রচারের সুযোগ হওয়ায় খুশি জেলার পুজো কমিটিগুলিও। সকল বিজ্ঞাপনদাতা ও সহযোগী সকলকে প্রেরণার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সম্পাদক মৃণালজিৎ গোস্বামী।

তিনি জানান, পঞ্চমী ও ষষ্ঠী জেলার ২৫টি দুর্গাপুজো কমিটিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে মনোনীত করে প্রতিযোগিতা শুরু করা হয়। সপ্তমীর সন্ধ্যায় বিচারক অসীমা মুখোপাধ্যায় নিতাই প্রসাদ ঘোষ কুন্তলা চ্যাটার্জি এবং সজল কুমার শীল তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এ বছর বীরভূম জেলাকে তিনটি জোনে সিউড়ি জোন, রামপুরহাট জোন ও বোলপুর জোন হিসেবে ভাগ করা হয়। এবছর প্রেরণা শারদ সম্মান ২০২৪ বীরভূম জেলার সেরার সেরা হয়েছে সাঁইথিয়া অরুণোদয় ক্লাব। এছাড়াও প্রতিমা তে সিউড়ি বড় বাগান প্রান্তিক সংঘ, আনন্দপুর সর্বজনীন, সাঁইথিয়া নেতাজি পল্লি।

পরিবেশে- পুলিশ লাইন আরক্ষা আবাসন কমিটি। বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ শারদ উৎসব সমিতি এবং শুড়িপাড়া অগ্রগামী সংঘ বোলপুর। সেরা উদ্যোক্তা হিসেবে ভট্টাচার্য পাড়া সিউড়ি ৬ -র পল্লী, রঞ্জন বাজার উত্তরাঞ্চল ক্লাব

এবং বোলপুর শ্যামবাটি যুব সমিতি সর্বজনীন। সেরা থিম হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে বক্রেশ্বর থার্মাল অফিসার্স ক্লাব, দুবরাজপুর ডিএসএ এবং নবীন সংঘ রামপুরহাট। সচেতনতায় সেরা হিসেবে সিউড়ি চৌরঙ্গী ক্লাব, কুলিয়া সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি মহম্মদ বাজার শারদ সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। সেরা থিম মেকার হিসেবে সুহদ সংঘ মল্লারপুর এবং জামবুনি সর্বজনীন বোলপুর, সেরা মণ্ডপের শিরোপা পেয়েছে মল্লারপুর অগ্রণী সংঘ এবং সিউড়িবড়বাগান একের পল্লী। সেরা আলোকসজ্জা হিসেবে শারদ সম্মান লাভ করেছেন সাঁইথিয়া অগ্রণী সমাজ।

আসানসোলের পুজো কার্নিভালে ঋতুপর্ণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের শিল্প সংস্কৃতির মেলবন্ধনে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সোমবার রাতে হয়ে গেল দ্বিতীয় বর্ষের আসানসোল পুজোর কার্নিভাল ২০২৪। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মুল আকর্ষণ ছিলেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও তাঁর ট্রুপের নৃত্যানুষ্ঠান। বার্নপুর রোডে এই বছরের পুজোর কার্নিভালের আয়োজন করা হয়েছিলো পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসনের তরফে। সূচনায় যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় তার মধ্যে ছিলো শঙ্খ বাজানো, শ্রী খোল, ঢাক, আদিবাসী নৃত্য, ছৌ নৃত্য। মূল মঞ্চে ছিলেন রাজ্যের আইন ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক, আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা, পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস

পোন্নাবলম, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী, আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায়, পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের মেন্টর বা পরামর্শদাতা ভি শিবদাসন দাসু, জেলা সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউরি, আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি মহারাজ স্বামী সৌমাত্মানন্দজী, বিধায়ক হরেরাম সিং, পুর চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, মেয়র পারিষদ গুরুদাস ওরফে রকেট চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। এদিনের কার্নিভাল দেখতে শিল্পাঞ্চলে বহুসংখ্যক মানুষ ভিড় জমান।

আমরণ নয়, রিলে অনশন হচ্ছে, চিকিৎসকদের কটাক্ষ কল্যাণের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চিকিৎসকদের অনশনকে কটাক্ষ শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর কথায়, এটি আমরণ অনশন নয়। এটি হল রিলে অনশন। এমনকি পরিচালক অপর্ণা সেনও কল্যাণবাণে বিদ্ধ হলেন। বললেন, 'অপর্ণা মাসিরা মনে করেন তাঁরা মমতাকে গদিতে বসিয়েছেন, মমতার কোনও দাম নেই।'

কল্যাণ বলেন, 'ওরা কোনও কোনও গায়িকাকে ভাড়া করে নিয়ে আসছে। একটু গানটান গাইবে। আবার কেউ-কেউ এমন ভাব দেখাচ্ছে, এই অপর্ণা মাসিদের মতো মহিলারা যেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওঁদের জন্যই ক্ষমতায় এসেছিলেন। ওঁর কোনও ক্যালিবার নেই। এমন দু'একজন বলছেন যেন ওঁরাই খেটেখুটে ক্ষমতায় এনেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কোনও দামই ছিল না। অপর্ণা মাসিরাই সব গুলিয়ে দিচ্ছেন।'

এরপর চিকিৎসদের আন্দোলন প্রসঙ্গে বলেন, 'এখন তো অনশন মানে ফাস্টিং আপটু হসপিটালাইজেশন। পরশু একজন হসপিটালে যাচ্ছে। অন্য আর একজন বসে যাচ্ছে। এ তো আমরণ অনশন নয়, রিলে অনশন হচ্ছে।' বস্তুত, প্রথম থেকেই চিকিৎসদের আন্দোলনকে সমর্থন করতে দেখা

গিয়েছিল অপর্ণাকে। ধর্মতলাতেও গিয়েছিলেন তিনি। অনশনকারীদের সঙ্গেও কথা বলতে দেখা যায় অপর্ণাকে।

যদিও, পালটা জুনিয়র চিকিৎসক দেবাশিস হালদার বলেন, 'উনি কি চাইছেন? এখানে বসে মরে যাক। এখানে কেউ চকোলেট স্যান্ডউইচ খেয়ে অনশন করছে না। আমরা জানি এখানে অনশন করলে কার শরীরে কী হচ্ছে। আমরণ অনশন সঙ্গীরা করছেন। তাঁরা নিজেরা বলছেন ভর্তি হবেন না। আমাদের তো দায়িত্ব রয়েছে? সেই জন্যই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।'

তালা ভেঙে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বাড়ির তালা ভেঙে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল বর্ধমানে। চুরির ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। দুর্গাপুজো উপলক্ষে শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ফিরে আসার পর বাড়ির মালিক দেখেন বাড়ির সোনা গয়না টাকাপয়সা লোপাট হয়ে গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, বর্ধমানের কালনা গেটের কাছে দেশবন্ধু নগরের বাসিন্দা পেশায় বস্ত্র ব্যবসায়ী সুশান্ত তালুকদার সপরিবারে গত ৯ তারিখে শ্বশুরবাড়িতে ঘুরতে গিয়েছিলেন। সোমবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখতে পান প্রধান ফটকে যে তালাটি দিয়ে গিয়েছিলেন সেই তালাটির পরিবর্তে অন্য একটি তালা লাগানো রয়েছে। এতে সুশান্তবাবুর সন্দেহ হওয়ায় উনি তালাটি খুলতে না পেরে পাশের বাড়ির লোকজন নিয়ে পিছন দিকে গিয়ে দেখেন সমস্ত তালা খোলা। তালাগুলিও নেই। সুশান্তবাবু জানান, আনুমানিক ২ লক্ষাধিক নগদ ও প্রায় ৪-৫ ভরি সোনার গয়না খোয়া গিয়েছে। এর পরে রাতেই তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। চুরির ঘটনা চাউর হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার তদন্তে নামছে পুলিশ।

গৌরবাজারে প্রতিমা নিরঞ্জন শোভাযাত্রা কার্নিভালে পরিণত

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: রাজ্যের সর্বত্র দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জনের রেওয়াজ থাকলেও দুর্গাপুর-ফরিদপুর (লাউদোহা) ব্লকের গৌরবাজার গ্রামে প্রতিমা নিরঞ্জন হয় একাদশীর দিন। প্রায় আড়াইশো বছর ধরে গ্রামে এই রেওয়াজ চলে আসছে। যেখানে বর্তমানে দুর্গাপুর ও আসানসোল শিল্পাঞ্চলে শুরু হয়েছে কার্নিভাল। কার্নিভাল হয় এলাকার প্রায় সমস্ত দুর্গা প্রতিমা নিয়ে একটা নির্দিষ্ট পথে শোভাযাত্রা। যা দেখতে হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমান। কিন্তু আজ থেকে প্রায় ২৫০ বছর ধরে এলাকার প্রতিমা নিরঞ্জনে কার্নিভালের রূপ নেয় দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গৌরবাজার গ্রামে। সেই পরম্পরা মেনে বুধবার শোভাযাত্রা ও মিলন মেলার সমাপ্তির পর সম্পূর্ণ হল প্রতিমা বিসর্জন পর্ব। আকর্ষণীয় এই অনুষ্ঠানটি হয় গৌরবাজার বাস স্টেশন সংলগ্ন ঠাকুরঘুরো মাঠে। সোমবার গ্রামের ১১টি দুর্গা প্রতিমা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী গোগলা, কাঁকসা সহ আরও দুটি প্রতিমা এই আয়োজনে যোগ দেয়। এদিন বেলা তিনটে নাগাদ এক একটি করে ১৫টি প্রতিমা পৌঁছয় ঠাকুরঘুরো মাঠে। সেখানে প্রতিমাগুলির একে অপরের মিলন হয়, তাই একে বলা হয় মিলন মেলা। এরপর শুরু হয় শহুরে কার্নিভালের মতো সুদৃশ্য শোভাযাত্রা। অন্যান্য বছরের মতো এবারও মিলন মেলা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান দেখতে মাঠে ভিড় জমিয়ে ছিল প্রায় দশ হাজারেরও বেশি জনতা। স্থানীয়দের পাশাপাশি এসেছিলেন পার্শ্ববর্তী বীরভূম জেলার প্রচুর সংখ্যক দর্শনার্থী।

চন্দ্রকোনায় জলে ডুবে শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মঙ্গলবার চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের শোলাটু গ্রামে উঠোনে খেলা করার সময় বাড়ি সংলগ্ন পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে বনি আমিন সরকার নামে দু' বছরের একটি শিশুর। প্রতিদিনের মতো এদিনও শিশুটিকে উঠোনে রেখে বাড়ির মহিলারা কাজকর্ম সারছিলেন। কিছুক্ষণ পর শিশুটিকে দেখতে না পেয়ে বাড়ির লোকজন পাড়া-প্রতিবেশীদের বাড়িতে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। আধঘণ্টা ধরে খোঁজাখুঁজি করার পরেও শিশুটিকে পাওয়া যায়নি। এরপর বাড়ির এক মহিলা সামনের পুকুরে শিশুটিকে ভেসে থাকতে দেখেন। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্ষীরপাই গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: সোমবার রাতে ডেবরা ব্লকের পশং এলাকার একটি খাল থেকে পুলিশ এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। মহিলার নাম বিলাসী সিং। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার বিকেল ৫টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর সন্ধে পর্যন্ত তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। সন্ধের পর স্থানীয় বাসিন্দারা ওই মহিলাকে খালের জলে ভাসতে দেখেন। খবর পেয়ে ডেবরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাতেই মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য মঙ্গলবার মৃতদেহটি খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। একটি মামলার রুজু করে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে ডেবরা থানার পুলিশ।

ঝাড়গ্রামে হাতির তাণ্ডব শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: পুজোর সময় বেশ কয়েকটা দিন বুনো হাতিদের দেখা মেলেনি। পুজো শেষ হতেই আবার শুরু হয়েছে তাণ্ডব। মঙ্গলবার নয়াগ্রামের জামশোলাতে হাতির হানায় মারাত্মক ভাবে জখম হয়েছেন মৃত্যুঞ্জয় নায়েক নামে এক গ্রামবাসী। একটি হাতি তাকে মাথার দিকে শুঁড়ে আছাড় দেয় এবং ডান দিকের পা মাড়িয়ে গুঁড়ো করে দেয়। তাঁর আর্তনাদ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। দুপুর নাগাদ আশঙ্কাজনক অবস্থায় জঙ্গলের ধারে পড়ে থাকতে দেখে তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নয়াগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করে। হাতির হানায় জখম হওয়ার খবর জানানো হয় বনদপ্তরের নয়াগ্রাম রেঞ্জে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বনদপ্তরের কর্মীরা। পুজোর পর ফের হাতির হানা শুরু হওয়ায় নয়াগ্রাম এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বালি খাদে ডুবন্ত শিশুকে বাঁচিয়ে মৃত্যু চুঁচুড়ার যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বালি খাদে এক শিশুকে ডুবে যেতে দেখে ছিলেন। শিশুটিকে প্রাণে বাঁচালেও জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হল ওই যুবকের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির দাদপুর থানার পুইনানে। মৃত যুবকের নাম আরবাজ খান (২৫)। বাড়ি হুগলির চুঁচুড়া পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ড হোসেনগলিতে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আরবাজ চুঁচুড়া আখনবাজারে একটি পাঞ্জাবির দোকানে কাজ করতেন। পুজোর পর দোকান বন্ধ থাকায় পরিবার নিয়ে শ্বশুরবাড়ি পুইনান গ্রামে বেড়াতে যান। আরবাজের নিজের সাতমাসের সন্তান আছে। পুইনানে একটি বালি খাদে মাছ ধরতে যান যুবক। সেখানে গিয়েই তিনি দেখেন একটি শিশু তলিয়ে যাচ্ছে জলে। তা দেখে ঝাঁপ দেন তিনি। শিশুটিকে বাঁচাতে পারলেও নিজে ডুবে যান গভীর খাদে। পরে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনায় শোকের ছায়া হোসেন গলিতে।

ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে যান ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মিতা চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানান, শিশুকে ডুবে যেতে দেখে তাঁকে উদ্ধারে নেমে নিজেই ডুবে যান আরবাজ। সাঁতার জানলেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি। ঘটনা খুবই মর্মান্তিক।

ভারী বৃষ্টিতে ভাসছে চেন্নাই ও বেঙ্গালুরু

আজ বন্ধ স্কুল-কলেজ

চেন্নাই, ১৫ অক্টোবর: বৃষ্টিতে আবার বিপর্যস্ত বেঙ্গালুরু। মঙ্গলবার সকাল থেকে ভারী বৃষ্টিতে জল জমেছে শহরের বিভিন্ন অংশে। ভারতীয় মৌসম ভবনের পূর্বাভাস বলছে, এখনই থামবে না বৃষ্টি। কমলা সতর্কতা জারি করেছে তারা। এই পরিস্থিতিতে বুধবার শহরের সব স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। যদিও কলেজ খোলা থাকবে। কলেজের পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একগুচ্ছ নির্দেশিকা দিয়েছেন প্রশাসন। কর্মীদের বাড়িতে থেকে কাজেরও পরামর্শ দিয়েছে তারা।

মঙ্গলবার সকাল থেকে ভারী বৃষ্টি চলছে বেঙ্গালুরুতে। তার জেরে জলমগ্ন শহরের বিভিন্ন রাস্তা। তৈরি হয়েছে তীব্র যানজট। এর ফলে বিপাকে পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। বুধবার শহরের স্কুল, অঙ্গনওয়ারি বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। উঁচু ক্লাসের পঠনপাঠন চলবে অনলাইনে।

সোমবার রাত থেকে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাইয়েও। শহরের বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যে জল জমেছে। যদিও চেন্নাই পুরসভার দাবি, সাবওয়েগুলিতে জল জমেনি। আগে থেকে প্রস্তুত থাকার কারণেই বিপত্তি এড়ানো গিয়েছে। ভারতীয় মৌসম ভবন মঙ্গলবার জানিয়েছে, নিম্নচাপ অঞ্চল ক্রমে আরও সুস্পষ্ট হতে চলেছে। সে কারণে ঝড়বৃষ্টি চলবে। এই পূর্বাভাসের কারণে উদ্বিগ্ন শহরবাসী। ইতিমধ্যে চেন্নাইয়ের স্কুল, কলেজ বন্ধ করা হয়েছে।

মৌসম ভবন এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট দিয়ে জানিয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপর রয়েছে নিম্নচাপ অঞ্চল যা ক্রমেই পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে। এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী হচ্ছে সেই নিম্নচাপ অঞ্চল। মৌসম ভবনের পূর্বাভাস, শক্তি বৃদ্ধি করে নিম্নচাপে পরিণত হয়ে আগামী দু'দিনের মধ্যে তা প্রবেশ করতে পারে উত্তর তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং সংলগ্ন দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশে।

পূর্বাভাস মেনে আগেভাগে প্রস্তুতি সেরে রাখছে তামিলনাড়ু সরকার। সোমবার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। উপকূলে মোতায়েন করা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। মঙ্গলবার চেন্নাই, তিরুভাল্লুর, কাঞ্চিপুর, চেঙ্গলপাট্টু জেলার সব স্কুল, কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলিকে তাদের কর্মীদের ১৮ অক্টোবর, শুক্রবার পর্যন্ত বাড়ি থেকে কাজ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে সরকার।

রাহুলের ছেড়ে আসা ওয়েনাড়ে প্রার্থী হলেন প্রিয়াঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর: সরকারিভাবে নির্বাচনী রাজনীতিতে পা রাখলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি! রাহুল গান্ধির ছেড়ে আসা ওয়েনাড়ে আসনে উপনির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন সোনিয়াকন্যা। মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন ওয়েনাড়ের উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করতেই ওই কেন্দ্রে প্রার্থী হিসাবে প্রিয়াঙ্কার নাম জানিয়ে দিল কংগ্রেস।চব্বিশের লোকসভা ভোটে গান্ধি-গড় রায়বরেলি ও নিজের কেন্দ্র ওয়েনাড়, দুটি আসন থেকেই লড়েন রাহুল গান্ধি। দুই আসনেই বিশাল ব্যবধানে জিতেছেন তিনি। একটি আসন তাঁকে ছাড়তেই হতো। শেষ পর্যন্ত মায়ের ছেড়ে যাওয়া আসন রায়বরেলি রেখে

ওয়েনাড় ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন রাহুল।

আর দাদার ছেড়ে যাওয়া সেই কেন্দ্রে উপনির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি।প্রিয়াঙ্কা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বহুদিন ধরেই। কিন্তু ভোটে লড়াইয়ে সোনিয়াকন্যার আগমন নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে জল্পনা-কল্পনা চলেছে। যে কোনও বড় নির্বাচন এলেই ভেসে ওঠে তাঁর নাম। এমনকী গত লোকসভা নির্বাচনে বারাণসীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে তাঁর প্রার্থী হওয়া নিয়েও জল্পনা ছিল। যদিও শেষপর্যন্ত প্রিয়াঙ্কাকে সেই কঠিন লড়াইয়ে ফেলেনি দল। অবশেষে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ওয়ানড় কেন্দ্র থেকে লড়ছেন তিনি। এতদিন দলীয় অভ্যন্তরীণ বৈঠক, প্রচারে সক্রিয় থাকলেও সরাসরি ভোটের লড়াইয়ে প্রিয়াঙ্কা এই প্রথম।মঙ্গলবার সরকারিভাবে নাম ঘোষণা হলেও প্রিয়াঙ্কা যে ওয়েনাড়ে লড়বেন সেটা আগেই জানিয়েছিল কংগ্রেস। ওই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রার্থী দেবে কংগ্রেসেরই ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গী সিপিআই। প্রিয়াঙ্কার মূল লড়াই বামপন্থী দলটির সঙ্গেই। উল্লেখ্য মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, ওয়েনাড় লোকসভা কেন্দ্রের ভোটগণনা ১৩ নভেম্বর। ফল ঘোষণা ২৩ নভেম্বর। কংগ্রেস ইতিমধ্যেই প্রচারের রণকৌশল সাজিয়ে ফেলেছে। সদ্য ওয়ানড়ের ভয়াবহ ভূমিধসের পর দাদার সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা নিজেও গিয়েছিলেন ওয়েনাড়।

বিমানে ফের বোমাতঙ্ক, কানাডায় জরুরি অবতরণ

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর: আবার বিমানে বোমা রাখার হুমকি! উড়ানের পর গতিপথ ঘুরিয়ে ভিন্ন জায়গায় অবতরণ করানো হল বিমানটি। দিল্লি থেকে উড়ে আমেরিকার শিকাগোতে অবতরণ করার কথা ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটির। যদিও গতিপথ ঘুরিয়ে বিমানটি অবতরণ করানো হল কানাডার ইকালুইট বিমানবন্দরে। বিমান সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, উড়ানে বোমা রয়েছে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। সে কারণে গতিপথ বদলে জরুরি অবতরণ করে বিমানটি।

বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, ১৫ অক্টোবর দিল্লি থেকে রাত ৩টেয় (স্থানীয় সময়) শিকাগোর উদ্দেশে উড়েছিল এআই১২৭ বিমানটি। অনলাইন মাধ্যমে হুমকি দেওয়া হয়। তার পরেই সতর্ক হয়ে বিমানটি কানাডার ইকালুইট বিমানবন্দরে অবতরণ করানো হয়। তার পরে উড়ানে সওয়ার যাত্রীদের আবার পরীক্ষা করে দেখা হয়। বিমানবন্দরে যাত্রীদের সহায়তার জন্য কর্মীও নিয়োগ করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিমানটি কানাডার বিমানবন্দরেই রয়েছে। এখনও শিকাগোর উদ্দেশে রওনা দেয়নি।

সম্প্রতি তিনটি বিদেশগামী ভারতীয় উড়ানে বোমা রাখা রয়েছে বলে হুমকি এসেছে। তার মধ্যে দু'টি বিমান ইন্ডিগো সংস্থার, একটি এয়ার ইন্ডিয়ার। সোমবার মুম্বই থেকে ইন্ডিগো সংস্থার বিমান দু'টি ওড়ার কথা ছিল। একটির গন্তব্য ছিল মাসকট, অন্যটি জেড্ডায় নামার কথা ছিল। দু'টি বিমানে যাত্রীর সংখ্যা ছিল ২৫৮। হুমকির কারণে বিঘ্নিত হয় বিমান দু'টির যাত্রা।

মায়ানমার সীমান্তে তল্লাশিতে উদ্ধার ৩৯,৯০০ ডিটোনেটর

আইজল, ১৫ অক্টোবর: গত দেড় বছর ধরে হিংসার আগুনে ধিকি ধিকি জ্বলছে উত্তর-পূর্ব। এরই মাঝে মিলল বড় নাশকতার ইঙ্গিত! অসম রাইফেলস ও মিজোরাম পুলিশের যৌথ অভিযানে ভারত-মায়ানমার সীমান্ত থেকে উদ্ধার হল ৩৯,৯০০ ডিটোনেটর। যুদ্ধ চালানোর মতো এই বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার হওয়ার পর সতর্ক হয়ে উঠেছে প্রশাসন।

পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে মায়ানমার সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযানে নামে যৌথবাহিনী। সেই সময় নির্দিষ্ট একটি মোটর বাইকে করে এই বিপুল পাচারের উদ্দেশে নিয়ে যাচ্ছিল দুষ্কৃতীরা। নিরাপত্তাবাহিনী সেই বাইক থামানোর চেষ্টা করলে চালক বাইক ছেড়ে নদী পার হয়ে পালিয়ে যায়। অভিযুক্তকে ধরার চেষ্টা হলেও তার নাগাল পাওয়া যায়নি। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়েই উদ্ধার হয় ৩৯,৯০০ ডিটোনেটর। উদ্ধার হওয়া ওই ডিটোনেটর মিজোরাম পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিপুল পরিমাণ এই বিস্ফোরক উদ্ধারের পর প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের ধারণা, মণিপুরকে আরও অশান্ত করতে এই বিস্ফোরক পাচার করা হয়ে থাকতে পারে।

গত দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে উত্তপ্ত উত্তর-পূর্বের রাজ্য মণিপুর। সেনা নামিয়ে পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেওয়া গেলেও, সেখানকার বহু জায়গায় দফায় দফায় উঠে এসেছে হিংসার ছবি। সম্প্রতি মণিপুরের চুড়াচাঁদপুর, থৌবাল এবং কাকচিং জেলায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করে সেনাবাহিনী, অসম রাইফেলস ও পুলিশের যৌথবাহিনী। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের তালিকায় ছিল মর্টার, অত্যাধুনিক রাইফেল, গ্রেনেডের মতো আরও নানান অস্ত্র। মিজোরামে উদ্ধার হওয়া এই বিস্ফোরকও মণিপুরের উদ্দেশে আনা হচ্ছিল বলে মনে করা হচ্ছে।

শত্রুপক্ষের থেকে দেশকে রক্ষার দায়িত্বে 'বুচার ডাইনি'

কিয়েভ, ১৫ অক্টোবর: ইউক্রেনে রাত ঘনিয়ে এলেই রাশিয়া থেকে ছুটে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে ড্রোন। শুরু হয় হামলা। ঠিক তখনই ইউক্রেনের বুচা শহরে সক্রিয় হয়ে ওঠেন একদল নারী। তাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন 'বুচার ডাইনি' নামে। ইউক্রেনের পুরুষেরা যখন সম্মুখযুদ্ধে ব্যস্ত, তখন শত্রুপক্ষের হাত থেকে দেশের আকাশকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন এই নারীরা।

এই নারীরা দিনের বেলায় ভিন্ন এক পরিচয়ে থাকেন। এ সময় তাঁদের কেউ শিক্ষক, কেউ চিকিৎসক, কেউ আবার বিউটি পারলারে কাজ করেন। রাত হলে 'ডাইনি' পরিচয়ে যুদ্ধে নামেন তাঁরা। ২০২২ সালে যুদ্ধের শুরুর দিকে রাশিয়ার হামলার মুখে নিজেদের একেবারে দুর্বল মনে করতেন এই নারীরা। তবে এখন লড়াইয়ে সক্রিয় হওয়ার পর তাঁদের সেই হতাশা কেটেছে। ইউক্রেনের এই দলের অস্ত্রগুলো বহু পুরোনো। তাদের মেশিনগানগুলো 'ম্যাক্সিম' মডেলের-১৯৩৯ সালে তৈরি। গোলাবারুদের বাক্সের ওপর সেকেলে সোভিয়েত আমলের লাল তারকা চিহ্ন। নরওয়ে অঞ্চলের রূপকথায় 'ভ্যালকাইরি' নামে একটি নারী চরিত্র আছে। দেবরাজ ওডিনের হয়ে যুদ্ধে যেত তারা। এই ভ্যালকাইরি নাম নিজের জন্য বেছে নিয়েছেন 'বুচার ডাইনি' দলের এক সদস্য। তাঁর আসল নাম ভ্যালেনটিনা। চলতি গ্রীষ্মেই দলে যোগ দিয়েছেন। তিনি বললেন, 'আমার বয়স ৫১। ওজন ১০০ কেজি। দৌড়াতে পারি না। তারপরও আমি দলে যোগ দিয়েছি।' ভ্যালকাইরির সঙ্গে আলাপচারিতার কয়েক ঘণ্টা বাদে বুচা অঞ্চলের আকাশে সতর্কতা জারি করা হলো। জঙ্গলে নিজেদের ঘাঁটি থেকে বের হলেন তাঁরা।

প্রকাশ্যে ইরানের কুদস ফোর্সের প্রধান কমান্ডার

বেইরুট, ১৫ অক্টোবর: বেশ কয়েক সপ্তাহ পর প্রকাশ্যে এলেন ইরানের কুদস ফোর্সের প্রধান কমান্ডার ইসমাইল কানি। গত মাসে লেবাননে হামলা চালায় ইজরায়েল। এতে হিজবুল্লা, প্রধান হাসান নাসরুল্লাহ ও ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডসের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্বাস নিলফোরুশান নিহত হন। এরপর থেকে ইসমাইল কানির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। নানা জল্পনা, কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে মঙ্গলবার জেনারেল আব্বাস নিলফোরুশানের জানাজায় দেখা গেল তাঁকে।

মঙ্গলবার সকালে মধ্য তেহরানের ইমাম হোসেন স্কয়ারে আব্বাস নিলফোরুশানের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রেভ্যুলশনারি গার্ডসের সবুজ সামরিক পোশাকে হাজির হন ইসমাইল। ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন জানাজার আনুষ্ঠানিকতা সরাসরি সম্প্রচার করে। কুদস ফোর্স ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডসের বৈদেশিক শাখা। এই শাখা মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ইরানপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে কাজ করে।

আব্বাস নিলফোরুশানের জানাজায় অংশ নেন হাজারো মানুষ। ইমাম হোসেন স্কয়ার, তেহরান, ১৫ অক্টোবর আব্বাস নিলফোরুশানের জানাজায় অংশ নেন হাজারো মানুষ। ইমাম হোসেন স্কোয়ার। বেশ কিছুদিন ধরে ইসমাইল কানি জনসমক্ষে হাজির না হওয়ার কিছু কিছু গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, লেবাননে ইজরায়েলের হামলায় তাঁকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।

এদিকে ইমাম হোসেন স্কোয়ারে জানাজার পর আব্বাস নিলফোরুশানের কফিন তেহরানের সড়ক দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় সড়কগুলো লোকারণ্য ছিল। তাঁর জানাজায় হাজারো মানুষ অংশ নেন। তাঁদের অনেকের হাতেই হিজবুল্লাহর ব্যানার এবং ইরান ও ফিলিস্তিনের পতাকা দেখা যায়। এ সময় তাঁরা 'ইসরায়েলের ধ্বংস চাই' স্লোগান দেন।

বুধবার ইরানের পবিত্র শহর মাশদাদে আব্বাস নিলফোরুশানের আরেকটি জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর বৃহস্পতিবার তাঁর নিজ শহর ইস্ফাহানে তাঁকে দাফন করা হবে। সোমবার ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রক বলেছে, এই মৃত্যুর জন্য ইজরায়েলকে জবাবদিহি করতে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র 'সর্বশক্তি' প্রয়োগ করবে।

সামরিক ড্রোন কিনতে আমেরিকার বিদেশ দপ্তরের সঙ্গে চুক্তি ভারতের

ওয়াশিংটন, ১৫ অক্টোবর: সামরিক ড্রোন কিনতে আমেরিকার বিদেশ দপ্তরের সঙ্গে চুক্তি করেছে ভারত। মঙ্গলবার দুই দেশের মধ্যে ওই চুক্তি করা হয়। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, ওই চুক্তির আওতায় ওয়াশিংটনের কাছ থেকে ৩১টি সশস্ত্র 'এমকিউ-৯বি স্কাই-গার্ডিয়ান' এবং 'সি-গার্ডিয়ান হাই অল্টিচিউড লং এনডিউরেন্স' (এইচএএলই) ড্রোন কিনবে নয়াদিল্লি।

এই দুই ধরনের ড্রোন কিনতে ২০১৮ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে আসছে ভারত। গত বছর যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ওই সফরের আগেই ড্রোন কেনার বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছিল দেশটির সরকার। এনিয়ে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে সবুজ সংকেত দিয়েছে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন।

কুনোর চিতারা এ মাসেই ফিরবে আফ্রিকার জঙ্গলে

কুনো, ১৫ অক্টোবর: মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যান থেকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে আফ্রিকার চিতাদের। একবারে নয়, একে একে ছেড়ে দেওয়া হবে তাদের। পরিবেশ মন্ত্রকের তরফে এমনটাই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'কুনো জাতীয় উদ্যানের চিতাগুলিকে জঙ্গলের আগলবিহীন বিপুল অরণ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে। এই মাসের শেষ থেকেই।'

প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য, ভারতের জঙ্গলে পুনরায় চিতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই প্রকল্প অনুযায়ী, ২০২২-২৩-এর মধ্যে আফ্রিকার নামিবিয়া-সহ নানা দেশ থেকে মোট ২০টি চিতাকে ভারতে আনা হয়েছিল। ধুমধাম করে সেই চিতাদের কুনো জাতীয় উদ্যানে ছাড়েন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর মধ্যে বিভিন্ন কারণে এখনও পর্যন্ত মারা গিয়েছে আটটি চিতা। গোটা ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়ে বন দপ্তর। এই অবস্থায় অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করে বন দপ্তর এবং চিতা স্টিয়ারিং কমিটি। বিতর্ক দানা বাঁধে চিতার গলায় থাকা রেডিও কলার নিয়েও। এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল সুপ্রিম কোর্টও। টানা এক বছর ১২টি চিতাকে বিশেষ নজরদারিতে রাখা হয় নিরাপত্তার ঘেরাটোপে। এবার অভয়ারণ্য থেকে একেবারেই বুনো পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হবে আফ্রিকান চিতাদের। আপাতত অপেক্ষা বর্ষাশেষের। জানা যাচ্ছে, প্রাথমিকভাবে বায়ু ও অগ্নি নামের দুই চিতাকে ছাড়া হবে। তবে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে তাদের। বন্য পরিবেশে তারা মানিয়ে নিতে পারছে কিনা দেখা হবে তা। তার পর সেই বুঝে একে একে সব চিতাকেই পাঠানো হবে অরণ্যের চির আদিম পরিবেশে।

লক্ষ্মীপুজোর আগেই হতাশ করল শেয়ার বাজার

মুম্বই, ১৫ অক্টোবর: লক্ষ্মীপুজোর আগের দিনেই বাজারে পতন। গতকাল লাভের মুখ দেখার পর আজ আবার শেয়ার সূচক নিম্নগামী। মঙ্গলবার ১৫ অক্টোবর ১৫২.৯২ পয়েন্ট কমেছে সেনসেক্স। সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনের শেষে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ ৮১ হাজার ৮২০ পয়েন্টে এসে থেমেছে। অন্যদিকে, মঙ্গলবার নিফটিতেও পতন লক্ষ্য করা গিয়েছে। ৭১ পয়েন্ট নিচে নেমে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক থমকেছে ২৫ হাজার ৫৭ পয়েন্টে।

গতকালের মতো আজও সকালে বাজার খুলতেই বৃদ্ধি পেয়েছিল শেয়ার বাজারের সূচকগুলি। পুজোর মধ্যে প্রায় থাকার পর লদীপুজোর মুখে ফের আশা জাগিয়েছিল শেয়ার বাজার। সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনে প্রায় ৬০০ পয়েন্ট বেড়েছিল সেনসেক্স। ১৫০ পয়েন্টের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল নিফটি। ফলে সোমবার ১৪ অক্টোবর বম্বে ও ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ দিন শেষে প্রায় ৮২ হাজার ও ২৫ হাজারের গণ্ডি টপকাতে সমর্থ হয়।

মঙ্গলবার সকালে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক প্রায় ০.২৭ শতাংশ অর্থাৎ ২২৩.৩৩ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে ৮২ হাজার ১৯৬ হয়েছিল। এদিকে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক অর্থাৎ নিফটি প্রায় ০.২৬ শতাংশ অথবা ৬৫.৮৫ পয়েন্ট ঊর্ধ্বগামী হয়ে পৌঁছয় ২৫১৯৩.৮০-এ। আজ নিফটি মিডক্যাপ ১০০ এবং নিফটি স্মলক্যাপ ১০০ -এর সূচক প্রায় ০.৪৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে শেয়ার বাজার সূত্রে খবর। এদিন এ দিন ব্যাঙ্ক, তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির স্টকে বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, ভারতী এয়ারটেল, এইচসিএল টেকের মতো সংস্থাগুলি শেয়ারে লাভের মুখ দেখেছে। রিলায়্যান্স, উইপ্রো, টাটা মোটরের মতো সংস্থা শেয়ারে পতন দেখা গিয়েছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ

ডে. সিএমই/ওয়ার্কস, চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার/উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুর-ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইন (ই-টেন্ডারিং) আহ্বান করছেন।

ক্রম নং -০১ : ই-টেন্ডার নোটিশ নং : টেন্ডার নং "২৯-জিকেপি- এমডব্লুএস-২০২৪-২৫", কাজের নাম : "গোরক্ষপুর, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে এমইএমইউ কোচের সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্নতা সহ আন্ডারফ্রেম স্ক্র্যাপিং, পরিচ্ছন্নতা এবং রং করা লেখন সহ কোচের ভেতরে ও বাইরে রং করা"। আনুমানিক ব্যয় (টাকায়) : ৩৮,২১,৭০২.৬৮ টাকা, বায়না জমা (টাকায়) : ৭৬,৪০০ টাকা, টেন্ডার ফর্ম মূল্য : নেই, টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ : ০৫.১১.২০২৪ বেলা ১১ টা পর্যন্ত, চুক্তির মেয়াদ : ০৮ মাস।

● উক্ত টেন্ডারের বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ওয়েবসাইট : https://www. ireps. gov.in।

ডে. সিএমই/ওয়ার্কস, মেক. ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুর

CPRO/Yantrik-69

কখনও ছাদে এবং ফুটবোর্ডে ভ্রমণ করবেন না

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এসএএনডিটি/কন/এইচডব্লুএইচ/টিএন/০৯/২০২৪। টেন্ডার নংঃ এসএএনডিটি-কন-০৯-২০২৪-এইচডব্লুএইচ, তারিখঃ ১৪.১০.২০২৪। ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষমতা এবং পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সহ বৈধ কন্ট্রাক্টরস লাইসেন্স আছে এমন অভিজ্ঞ সিগন্যালিং অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন কন্ট্রাক্টর, পার্টনারশিপ ফার্ম ইত্যাদি থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর-এর সম্পূর্ণ শাখায় তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর নতুন লাইন সম্পর্কিত কাজে গোঘাট, কামারপুকুর এবং বড় গোপীনাথপুর স্টেশনে অবশিষ্ট ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং কাজ এবং এমএসডিএসি এবং বিভিন্ন স্টেশনে/স্থানে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাবলী। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্যঃ** ৮,৮৯,৯১,৬৬৫.০৮ টাকা। **বায়না মূল্য জমাঃ** ৫,৯৫,০০০ টাকা, এফএ অ্যান্ড সিএও/কন/পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতার অনুকূলে জমা করতে হবে। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। প্রস্তাব এবং বায়নামূলের বৈধতা টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে **৬০ দিন। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৬.১১.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পূর্বে এই টেন্ডারের সাপেক্ষে উপরে উল্লিখিত "টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য" এবং "বায়না মূল্য" অনলাইনে পেমেন্ট করার পরে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং সেইখানেই বিড জমা করা যাবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত সকল নথিপত্র সহ এবং সর্বতোভাবে পূরণ করা টেন্ডার **www.ireps.gov.in**-তে আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয়। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। টেন্ডার নথিপত্র, বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য প্রাথমিক তথ্যাদি **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ অফিসের নোটিস বোর্ডেও দেখা যাবে। CON-64/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিরল নজির গড়তে পারেন অশ্বিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজরে সেরা হয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। গড়েছেন অনেক নজির। নিউ জল্যিান্ডের বিরুদ্ধে বুধবার থেকে ভারতের টেস্ট সিরিজ শুরু। তিন টেস্টের সেই সিরিজ তিনটি রেকর্ড ও তিনটি নজির গড়তে পারেন ভারতীয় স্পিনার।

তিন রেকর্ডের সামনে অশ্বিন

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বাধিক উইকেট: বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ৩৭টি টেস্টে ১৮৫টি উইকেট নিয়েছেন অশ্বিন। এখনও পর্যন্ত টেস্ট বিশ্বকাপে সর্বাধিক উইকেট রয়েছে নেথান লায়নের। ৪৩টি টেস্টে ১৮৭টি উইকেট নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার স্পিনার। অশ্বিন আর তিনটি উইকেট পেলেই লায়নকে টপকে যাবেন। প্রথম টেস্টেই সেই রেকর্ড গড়ার সুযোগ রয়েছে তাঁর। তেমনটা হলে নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সর্বাধিক উইকেটশিকারি হিসাবে নামবেন তিনি।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ২০০ উইকেট; নিউ জল্যিান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ১৫টি উইকেট নিতে পারলেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ২০০টি উইকেট হবে অশ্বিনের। প্রথম বোলার হিসাবে এই কীর্তি করতে পারবেন তিনি। তার জন্য তিনটি টেস্ট হাতে পাবেন ভারতীয় স্পিনার।

ভারতের মাটিতে সর্বাধিক উইকেট; ভারতের মাটিতে ১২৮টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে ৪৬৬টি উইকেট নিয়েছেন অশ্বিন। এই তালিকায় সবচেয়ে উপরে রয়েছেন অনিল কুম্বলে। তাঁর উইকেটের সংখ্যা ৪৭৬টি। নিউ জল্যিান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্টে ১১টি উইকেট নিতে পারলেই কুম্বলেকে টপকে ভারতের মাটিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বাধিক উইকেটের মালিক হবে অশ্বিন।

অশ্বিন গড়তে পারেন তিন নজিরও

টেস্টে সর্বাধিক উইকেটশিকারির তালিকায় সপ্তম: এখনও পর্যন্ত ৫২৭টি উইকেট নিয়েছেন অশ্বিন। নিউ জল্যিান্ড সিরিজে আর চারটি উইকেট নিলেই নেথান লায়নকে টপকে যাবেন তিনি। টেস্টের ইতিহাসে সপ্তম সর্বাধিক উইকেটশিকারি হয়ে যাবেন তিনি।

ওয়ার্নের নজির ভাঙা: টেস্টে এক ইনিংসে পাঁচ বা তার বেশি উইকেট ৩৭ বার নিয়েছেন অশ্বিন। ১০২টি টেস্ট খেলে এই নজির গড়েছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার শেন ওয়ার্নেরও এই একই কীর্তি রয়েছে। নিউ জল্যিান্ডের বিরুদ্ধে আর একটি ইনিংসে পাঁচ বা তার বেশি উইকেট নিলে ওয়ার্নকে টপকে দ্বিতীয় বোলার হয়ে যাবেন অশ্বিন। এই কীর্তি সবচেয়ে বেশি বার করেছেন শ্রীলঙ্কার মুথাইয়া মুরলীধরন।

সক্রিয় ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বাধিক উইকেট: ১০২টি টেস্টে ৫২৭টি উইকেটের মালিক অশ্বিন। সক্রিয় বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উইকেট রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার নেথান লায়নের দখলে। তিনি ৫৩০টি উইকেট নিয়েছেন। অর্থাৎ, নিউ জল্যিান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টেই লায়নকে ছাপিয়ে যেতে পারেন তিনি। তেমনটা হলে নভেম্বর মাসে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নামার সময় সক্রিয় ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উইকেটের মালিক হবে তিনি।

বিশ্বকাপে দলের ক্রিকেটারকে চড়!

জানা গেল বাংলাদেশের কোচ হাথুরুসিংহের ছাঁটাইয়ের কারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক ক্রিকেটারের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) রোষের মুখে চন্ডিকা হাথুরুসিংহে। তাঁর ছাঁটাই হওয়া সময়ের অপেক্ষা। তবে ঘটনাটি সাম্প্রতিক ভারত সফরের নয়। অভিযোগ, গত বছর এক দিনের বিশ্বকাপের সময় এক ক্রিকেটারকে চড় মেরেছিলেন হাথুরুসিংহে। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে দ্বিতীয় দফায় বাংলাদেশের কোচ হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন হাথুরুসিংহে। আগামী বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তি রয়েছে বিসিবির। তবে চড় মারার ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর শ্রীলঙ্কার কোচের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশের ক্রিকেট কর্তারা। অভিযোগের ভিত্তিতে হাথুরুসিংহের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। আপাতত তাঁকে ৪৮ ঘণ্টার জন্য নিলম্বিত (সাসপেন্ড) করা হয়েছে। তার পর তাঁকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্তও চূড়ান্ত।

এক দিনের বিশ্বকাপের সময় বাংলাদেশ শিবিরে ঠিক কী সমস্যা হয়েছিল তা গোপন রাখা হয়েছে। হাথুরুসিংহে কোন ক্রিকেটারকে কেন চড় মেরেছিলেন, তা-ও প্রকাশ করা হয়নি। বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ বলেন, হাথুরুসিংহের বিরুদ্ধে দু'টি অভিযোগ রয়েছে। এক ক্রিকেটারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। তা ছাড়া প্রাপ্যের থেকে বেশি দিন ছুটি নিয়েছেন। তাই হাথুরুসিংহকে নিলম্বিত করা হল।

বিসিবির এক কর্তা জানিয়েছেন, ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাথুরুসিংহের দুর্ব্যবহারের অভিযোগ নতুন নয়। একাধিক ক্রিকেটার ক্ষুব্ধ তাঁকে নিয়ে। সাজঘরের অসন্তোষের প্রভাব পড়ছে মাঠের পারফরম্যান্সেও। চড় মারার ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ কর্তারাও। চুক্তি বাতিল করে হাথুরুসিংহেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিসিবি সূত্রে খবর, বাংলাদেশের নতুন কোচ হতে চলেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজরে প্রাক্তন অলরাউন্ডার ফিল সিমন্স। আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পর্যন্ত তাঁকে দায়িত্ব দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে।

বাবরের জায়গায় সুযোগ পেয়েই টেস্ট অভিষেকে সেঞ্চুরি কামরান গুলামের

নিজস্ব প্রতিনিধি: কামরান গুলামের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক ২০১৩ সালের মার্চে। সাড়ে ১১ বছর পর সেই কামরানের টেস্ট অভিষেক হলো আজ। আর অভিষেকেই সেঞ্চুরি করে মাতিয়ে দিলেন ২৯ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান। পাকিস্তানের ১৩তম ব্যাটসম্যান হিসেবেই এই কীর্তি গড়লেন বাবর আজমের জায়গায় দলে সুযোগ পাওয়া কামরান।

দশম ওভারে পাকিস্তান ১৯ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারানোর পর ব্যাটিংয়ে নামা কামরান তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন ৭৪তম ওভারের শেষ বলে। ইংল্যান্ডের অনিয়মিত স্পিনার জো রুটকে স্লগ সুইপে লং অন দিয়ে চার মেরে সেঞ্চুরি পেয়ে যান খাইবার পাখতুনখাওয়ার ছেলে কামরান।

টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম ইনিংসে কামরান করেছেন ১১৮ রান। ৭৯ রানে একবার ক্যাচ তুলেও বেন ডাকেটের ব্যর্থতায় বেঁচে যাওয়া কামরান ২২৪ বলের এই ইনিংসে মেরেছেন ১১টি চার ও ১টি ছক্কা।

প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৫৫৬ রান করেও ইনিংস ব্যবধানে হারা পাকিস্তান দিনটা শেষ করেছে ৫ উইকেটে ২৫৯ রান তুলে। মোহাম্মদ রিজওয়ান ৩৭ ও আগা সালমান ৫ রান নিয়ে দিন শেষ করেছেন।

প্রথম টেস্ট যে উইকেটে খেলা হয়েছিল, দ্বিতীয় টেস্টেও খেলা হয়েছে সেই উইকেটেই। একই ভেন্যুতে ব্যবহৃত উইকেটে টানা দুটি টেস্ট আগে হয়েছে কিনা সেটি রীতিমতো গবেষণার বিষয়। সেই উইকেটেই প্রায় ৭৫ ওভার টিকে ছিলেন কামরান।

ব্যবহৃত উইকেট, তাই এই টেস্টে পাকিস্তান খেলতে নেমেছে এক পেসার ও তিন স্পিনার নিয়ে। প্রথম দিনে ৫৭ ওভার বোলিং করেছেন ইংল্যান্ডের স্পিনাররা। আপাত স্পিন-বান্ধব সেই উইকেটে ইংল্যান্ড স্পিনার নিয়ে আসে ষষ্ঠ ওভারেই। প্রথম ওভারে ৫ রান দিলেও ইংলিশ বাঁহাতি স্পিনার জ্যাক লিচ পরের ওভারেই বোল্ড করে দেন আবদুল্লাহ শফিককে। পরের ওভারেও উইকেট পেলেন লিচ, এবার শিকার পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদ। বাজে শট খেলে শর্ট মিডউইকেটে জ্যাক ক্রলির হাতে ক্যাচ দেন মাসুদ।

দিনের বাকি সময়টা শুধুই কামরানের। তৃতীয় উইকেটে সাইম আইয়ুবকে নিয়ে ১৪৯ রানের জুটি গড়েন। ১৬০ বলে ৭৭ রান করে সাইমের বিদায়ের পর বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি সৌদ শাকিল। ব্রায়ডন কার্সের বলে উইকেটকিপারকে ক্যাচ দেওয়ার আগে করেছেন ৪ রান।

দিনটা মোহাম্মদ রিজওয়ানকে নিয়ে প্রায় পাড়ই করে দিয়েছিলেন কামরান। ৬০তম প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ১৭তম সেঞ্চুরি পাওয়া ডানহাতি ব্যাটসম্যান ফিরেছেন ৮৫তম ওভারে অফ স্পিনার শোয়েব বশিরের বলে বোল্ড হয়ে।

পাকিস্তান ১ম ইনিংস ৯০ ওভারে ২৫৯/৫ (কামরান ১১৮, সাইম ৭৭, রিজওয়ান ৩৭*; লিচ ২/৯২, কার্স ১/১৪, পটস ১/৩৬, বশির ১/৬৬)। (১ম দিন শেষে)

ফখর জামানকে পিসিবির শোকজ

বাবরের বাদ পড়া নিয়ে মন্তব্য করার জের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেচারা ফখর জামান-নিজের সাবেক অধিনায়ক বাবর আজমের বাদ পড়া নিয়ে প্রতিবাদী পোস্ট দিয়ে বিপদেই পড়েছেন!

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের শেষ দুই টেস্টের দলে নেই বাবর আজম। তাঁকে বাদ দেওয়া নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে বোর্ডের সমালোচনা করেছিলেন ফখর। পিসিবি ফখরের এই সমালোচনা সইতে পারেনি। তাঁকে শোকজ করেছে পিসিবি। মানে সমালোচনা করার জন্য পাকিস্তানি ওপেনারকে দেওয়া হয়েছে কারণ দর্শানোর নোটিশ। শোকজের জবাব ৭ দিনের মধ্যে দিতে বলা হয়েছে ফখরকে।

বোর্ডের সঙ্গে এমনিতেও সম্পর্কটা ভালো যাচ্ছে না ফখরের। গত মাসেই এক পিসিবি পরিচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন তিনি। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার ছাড়পত্র দিতে পিসিবি ক্রিকেট অপারেশন পরিচালক উসমান ওয়াহলা দেরি করা নিয়েই ছিল সেই অভিযোগ।

টানা ১৮ টেস্ট ইনিংসে ফিফটি না পাওয়া বাবরের সঙ্গে নাসিম শাহ ও শাহিন আফ্রিদিকে বাদ দিয়ে পাকিস্তান দল ঘোষণা করা হয় রোববার বিকেলে। এর আগেই খবরটি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে চলে আসে। বাবরকে বাদ দেওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসার আগেই ফখর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'প্রতিবাদ' জানিয়েছিলেন।

বিরাট কোহলির উদাহরণ টেনে এনে লিখেছিলেন, 'বাবর আজমকে বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে শুনছি, এটা উদ্বেগজনক। ভারত তো বিরাট কোহলিকে ২০২০ থেকে ২০২৩ সালের খারাপ সময়ের জন্য বেঞ্চে বসায়নি। ওই সময় কোহলির গড় ছিল যথাক্রমে ১৯.৩৩, ২৮.২১ এবং ২৬.৫০।'

ফখর তাঁর পোস্টে এরপর লেখেন, 'আমরা যদি দলের প্রধান ব্যাটসম্যানকে বসিয়ে রাখার চিন্তা করি, যে কি না তর্কযোগ্যভাবে পাকিস্তানের সেরা ব্যাটসম্যান, এটা দলের মধ্যে গভীর নেতিবাচক বার্তা দেয়। এখনো প্যানিক বাটনে চাপ দেওয়াটা এড়ানোর সময় আছে। প্রধান খেলোয়াড়দের অবমূল্যায়ন না করে তাদের রক্ষায় মনোযোগ দিতে হবে আমাদের।'

এমন মন্তব্যের পরই বার্তা সংস্থা পিটিআই জানিয়েছিল, ফখরের প্রকাশ্য মন্তব্যে অসন্তুষ্ট হয়েছে পিসিবি। বিশেষ করে তাঁর বলার ধরনে।

বুধবার থেকে পাওয়া যাবে ডার্বির টিকিট

নিজস্ব প্রতিনিধি: অনলাইনের পাশাপাশি বুধবার কাউন্টার থেকেও শুরু হচ্ছে আইএসএলের ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচের টিকিট বিক্রি। দু'দলের আগ্রহী সমর্থকেরা বুধবার ১৬ অক্টোবর থেকে শনিবার ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত কাউন্টার থেকে টিকিট কিনতে পারবেন। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ১৯ অক্টোবর মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান।

১৬ থেকে ১৯ অক্টোবর চার দিন সকাল ১১টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে কলকাতা ডার্বির টিকিট কিনতে পারবেন। চার দিনই ইস্টবেঙ্গল সমর্থকেরা টিকিট কিনতে পারবেন রুবি হাসপাতাল মোড়, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবু থেকে। এ ছাড়া ১৬ থেকে ১৮ অক্টোবর সকাল ১১টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত তাঁরা টিকিট পাবেন সল্টলেক স্টেডিয়ামের ১ নম্বর গেটের বক্স অফিস থেকে।

অন্য দিকে, মোহনবাগান সমর্থকেরা বড় ম্যাচের টিকিট ১৬ থেকে ১৯ অক্টোবর, চার দিন সকাল ১১টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত ময়দানের মোহনবাগান তাঁবু থেকে কিনতে পারবেন। ১৬ থেকে ১৮ অক্টোবর তাঁরা টিকিট পাবেন সল্টলেক স্টেডিয়ামের ৪ নম্বর গেটের বক্স অফিস থেকে। এ ক্ষেত্রেও সময় সকাল ১১টা থেকে সন্ধে ৬টা।

এ ছাড়াও অনলাইনে ৩০০, ৩৫০, ৪০০ এবং ৫০০ টাকার টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সংস্থার মোবাইল অ্যাপ বা ওয়েবসাইটে গিয়ে কাটা যাচ্ছে টিকিট। আইএসএলের কলকাতা ডার্বি ঘিরে ফুটবল উন্মাদনা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে শহরে। এই ম্যাচের আয়োজক ইস্টবেঙ্গল।

গার্দিওলার চোখে মেসি সর্বকালের সেরা, ক্রুইফ অনন্যসাধারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: টানা ম্যাচের পর আন্তর্জাতিক বিরতিতে কিছুটা অবসর পেয়েছেন পেপ গার্দিওলা। অবকাশযাপনে ম্যানচেস্টার সিটি কোচ উড়াল দিয়েছেন ইতালিতে। সেখানে তিনি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন 'চে তেম্পো চে ফা' নামে সাপ্তাহিক টেলিভিশন অনুষ্ঠানে।

সেখানে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে গার্দিওলা কথা বলেছেন নিজের ক্যারিয়ার, বার্সেলোনার সঙ্গে সম্পর্ক, মেসির প্রতি ভালোবাসাসহ নানা বিষয় নিয়ে। যেখানে মেসিকে 'সর্বকালের সেরা'র স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি বার্সেলোনাকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেতে চান না বলেও মন্তব্য করেন গার্দিওলা।

বর্তমান সময়ে ফুটবলকে কতটা উপভোগ করছেন, জানতে চাইলে গার্দিওলা বলেছেন, 'আমি ভালো করছি। যদিও অনেক সময় কিছুটা ক্লান্ত বোধ করি। যেটা কাজ নিয়ে আমরা সবাই করি। তবু আমি ফুটবলকে অনেক ভালোবাসি।' এখন পর্যন্ত তিনটি দলের দায়িত্ব পালন করেছেন গার্দিওলা; বার্সেলোনা, বায়ার্ন মিউনিখ ও সিটি। এই ক্লাবগুলো নিয়ে গার্দিওলা বলেছেন, 'বার্সেলোনায় আমি ভাগ্যবান ছিলাম। এটা আমার হৃদয়ের কাছাকাছি দল। তবে ক্যারিয়ারে আমি তিনটি দুর্দান্ত ক্লাবে কোচিং করানোর সুযোগ পেয়েছি।'

গার্দিওলার ক্যারিয়ারে বড় ধরনের প্রভাব আছে ইয়োহান ক্রুইফের। ডাচ কিংবদন্তির ফুটবল-দর্শনের অনেক কিছু তিনি সরাসরি গ্রহণ করেছেন এই কোচের কাছ থেকে। ক্রুইফকে নিয়ে গার্দিওলার ভাবনা এমন, 'আমি কল্পনাও করতে পারি না, ক্রুইফকে ছাড়া আমার ক্যারিয়ার কেমন হতো। কৌশলগতভাবে তিনি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন। তবে মানুষ হিসেবে তিনি আমাকে আকার দিয়েছেন। তিনি অনন্যসাধারণ, স্বতন্ত্র। তিনি আমাকে ফুটবলের প্রেমে পড়তে শিখিয়েছেন।'

মেসিকে ছাড়া গার্দিওলার কোনো সাক্ষাৎকারই যেন পূর্ণতা পায় না। ইতালিয়ান টিভি চ্যানেলটির সঙ্গে আলোচনায়ও অবধারিতভাবে এসেছে মেসির প্রসঙ্গ। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তিকে নিয়ে নিজের অবস্থান গার্দিওলা ব্যাখ্যা করেন এভাবে, 'আমার জন্য এটা বলা সহজ যে সে সর্বকালের সেরা ফুটবলার। হয়তো মনে হতে পারে আমি পেলে ও ডিয়েগো ম্যারাডোনাকে অসম্মান করছি। কিন্তু মেসির মতো এমন ধারাবাহিক কাউকে কল্পনাও করতে পারি না। আমি তাকে দেখেছি প্রতিদিন অনুশীলন করতে এবং প্রতিটি ম্যাচ খেলতে। তাকে কাছ থেকে দেখলে আপনি টাইগার উডস কিংবা মাইকেল জর্ডানের কথা ভাববেন।'

চ্যাম্পিয়নস লিগে কোন দলের মুখোমুখি হতে চান না, জানতে চাইলে মজার এক উত্তর দেন গার্দিওলা, 'ভালো প্রশ্ন। হয়তো বার্সেলোনা। দলটির প্রতি আমার যে ভালোবাসা, সেটা আমাকে ধ্বংস করে দেবে। আমি (বার্সেলোনার) পাশের একটা গ্রামে জন্মেছি। তাদের মুখোমুখি হওয়া সহজ নয়।'

গার্দিওলার সঙ্গে ইতালির কিংবদন্তি ফুটবলার রবার্তো বাজ্জোর সম্পর্কটা বেশ উষ্ণ। ইতালিতে কখনো কোচিং করাতে চান কি না, জানতে চাইলে বাজ্জোর প্রসঙ্গ টেনে এই স্প্যানিশ কোচ বলেন, 'ভবিষ্যতে, ইতালিতে? যদি রবার্তো (বাজ্জো) আমাকে সহায়তা করে। আমি তাকে জেনেছি তার ক্যারিয়ারের শেষ দিকে, যখন তার হাঁটু আঘাতের কারণে শেষ। সে অনেক কষ্টে নড়াচড়া করতে পারত, কিন্তু তখনো সেরা ছিল। নিজের সেরা সময়ে সে কেমন ছিল, তা আমি শুধু কল্পনাই করতে পারি। আমার ধারণা, সে বিশ্বব্যাপী সবার কাছ থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছে, সেটা শুধু খেলোয়াড়ি প্রতিভার জন্য নয়; বরং আরও অনেক কিছুর জন্য। ইতালিতে এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে বাজ্জো ভালোবাসা পায় না। এটা স্রেফ অসম্ভব।'

সুইডেনে ধর্ষণের ঘটনায় জড়াল এমবাপ্পের নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি: সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে দুই দিনের জন্য গিয়েছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। এরপর গতকাল সুইডেনের দুটি সংবাদমাধ্যম 'আফতোব্লাদেত' ও 'এক্সপ্রেসেন' জানিয়েছিল, রিয়াল মাদ্রিদ ও ফ্রান্সের এই তারকা ফরোয়ার্ডের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে তদন্ত শুরু হয়েছে। আজ সুইডিশ কৌঁসুলিরা ধর্ষণের অভিযোগে তদন্ত শুরুর ব্যাপারটি নিশ্চিত করলেও সন্দেহভাজনের নাম উল্লেখ করেননি।

সুইডেনের কৌঁসুলি কর্তৃপক্ষ বিবৃতিতে বলেছে, 'সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত স্টকহোমে সন্দেহভাজন (সাসপেক্টেড রেপ) ধর্ষণের প্রতিক্রিয়ায় কৌঁসুলিরা নিশ্চিত করছেন, পুলিশের কাছে একটি অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে।'

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ১০ অক্টোবর স্টকহোমের একটি হোটেলে ধর্ষণের ঘটনা ঘটার ধারণা করা হচ্ছে। কিন্তু এ ঘটনায় সন্দেহভাজন বা অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে জানিয়ে দেওয়া হয়, এ মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি জানানো সম্ভব নয়।

সুইডেনের সান্ধ্যকালীন সংবাদপত্র এক্সপ্রেসেন গতকাল নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সূত্রের বরাত দিয়ে এমবাপ্পেকে সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত করে। আফতোব্লাদেত আজ জানিয়েছে, এমবাপ্পের এ ঘটনায় সন্দেহভাজন অপরাধী হওয়ার তথ্য তাঁদের হাতেও এসেছে।

এক্সপ্রেসেন জানিয়েছে, ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের ঘটনায় এমবাপ্পে 'ধারণা অনুযায়ী সন্দেহভাজন (রিজনেবলি সাসপেক্টেড)'। সুইডেনের আইন অনুযায়ী, সরাসরি সন্দেহভাজনের চেয়ে দুই ধাপ নিচে এই ধারা। বার্তা সংস্থা এএফপি গতকাল এ বিষয়ে এমবাপ্পের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। ফ্রান্সের হয়ে ২০১৮ বিশ্বকাপজয়ী এই তারকার ঘনিষ্ঠজনদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এমবাপ্পের বিরুদ্ধে আইনি অভিযোগের বিষয়ে তাঁরা কিছুই জানেন না। উয়েফা নেশনস লিগে এ মাসে ইসরায়েল ও বেলজিয়ামের বিপক্ষে ম্যাচে এমবাপ্পেকে স্কোয়াডের বাইরে রাখেন ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশম। গত শুক্রবার ইসরায়েলের বিপক্ষে ৪-১ গোলে জিতেছে ফ্রান্স। গতকাল রাতে বেলজিয়ামকে হারিয়েছে ২-১ গোলে। এ দুটি ম্যাচের স্কোয়াডে জায়গা না পাওয়ায় বৃহস্পতিবার পরিচিতজনদের সঙ্গে স্টকহোমে গিয়েছিলেন এমবাপ্পে।

আফতোব্লাদেত জানিয়েছে, নৈশক্লাবে ঢোকার আগে তাঁরা একটি রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার খেয়েছেন। শুক্রবার সুইডেন ছাড়েন এমবাপ্পে। সংবাদমাধ্যমটি আরও জানিয়েছে, শনিবার ধর্ষণের অভিযোগ করা হয়।

এক্সপ্রেসেন আজ জানিয়েছে, পুলিশ প্রমাণ হিসেবে কিছু কাপড় উদ্ধার করেছে। এর মধ্যে রয়েছে এক জোড়া কালো ট্রাউজার, নারীদের অন্তর্বাস ও কালো টপ।

এমবাপ্পে গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ দাবি করেন, আজ ফরাসি লিগ কমিটির সামনে তাঁর একটি শুনানি রয়েছে। এই শুনানি পিএসজির কাছে তাঁর বকেয়া পাওনার দাবি নিয়ে। এমবাপ্পের দাবি, আফতোব্লাদেতের প্রতিবেদন এবং এই শুনানির মধ্যে কোনো যোগসূত্র রয়েছে।

পিএসজিতে ৭ মৌসুম খেলে ৬ বার লিগ জিতেছেন এমবাপ্পে। ফরাসি ক্লাবটি ছেড়ে এ বছর জুনে রিয়ালে যোগ দেন ২৫ বছর বয়সী এই তারকা। তাঁর দাবি, পিএসজির কাছে তাঁর সাড়ে পাঁচ কোটি ইউরো বকেয়া পাওনা আছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করা পোস্টে এমবাপ্পে লিখেছেন, 'মিথ্যা খবর! শুনানির আগে এমন কিছু হওয়ার আন্দাজ করেছিলাম।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Puhlished at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata-700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663, Email: dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।

RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**